ব্রহ্ম নিরুপণ ভজনসার।

ব্রহ্ম অবধূত যোগী—

বাবা শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দাস

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩৩৪ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে

সরস্বতী প্রেস।

বড়বাজার, মেদিনীপুর।

বিজ্ঞাপন।

আমি সড়িহা মোকামে অবস্থিতি কালীনে অবধূত ধর্ম্মা-বলম্বী (লক্ষ্মী নারায়ণ) নামক জনৈক ভক্তের নিকট হইতে অবধূত ধর্ম্মের সারাংশ অবগত হইয়া শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ আদির সহিত ঐক্য করতঃ অবধূত ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে একেশ্বরবাদী তাহা বিশেষরূপে জানিয়া অবধূত ধর্ম্মের কার্য্য প্রণালী পুরাকালের আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। মহোদয়গণ পুস্তক পাঠে সুখী হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকে ব্রহ্ম নিরূপণ ও অবধূত ধর্ম্মের কর্ম্ম মার্গ যাহা প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহার বিবরণ ও অন্য দেব দেবী পূজা বিধি নিষিদ্ধ দেব নির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষেধ, স্নান বিধি উদয় অস্ত দর্শন ও ভীম কৃত সগুণ নির্গুণ ভজন আদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতি

২১শে ফাল্গুন সন ১৩৩৪ সাল। শকাব্দা ১৮৪৮।

ইং সন ১৯২৬ সাল।

নিবেদক—

গ্রন্থকার।

উপদেশ

ধর্ম্ম জীবনে, প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনে ভারতের প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম জীবনে, অধুনা ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত, একথা হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখের জীবন সহিত স্বীকার করিবেন। বিপ্লব ঝটিকা ভারতের রমণীয় ধর্ম্ম কুসুম কানন ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। সুগন্ধি প্রফুল্ল ফুলগুলিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া পথের ধুলি রাশিতে বিলুণ্ঠিত করিয়াছে, তরুগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিগ্ দিগান্তে ফেলিয়া দিয়াছে। মনোহর কাননকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সময় পাইয়া কণ্টক বৃক্ষ ও আবর্জ্জনায় পবিত্র ও উজ্জ্বল ভারত এখন অতি জঘন্য ও মলিন হইয়াছে।

তেজ পুঞ্জ ঋষি ও মহামান্য পিতামহগণ ভারত রঙ্গশালা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেদ, পুরাণ স্মৃতি আদি পড়িয়া রহিয়াছে। সামান্য বিদ্যা, ধন দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমাদিগকে পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া বসিতে হইয়াছে, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহার সদ্ব্যবহারে অসমর্থ হইয়া তাহার নিগূঢ় তত্ব সকল উপেক্ষা করিয়া দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে, আর্য্যদিগের পবিত্র কার্য্যভূমি নিতান্ত নিন্দিত করিয়া ফেলিতেছে এতদ্দর্শনে সাধুগণ গভীর বিজন বনে পলায়ন করিলেন, সূক্ষ্মদর্শীগণ নীরব হইলেন, প্রবীণগণ একে একে অবসর লইলেন, শাস্ত্র মহিমা, মন্ত্র মহিমা আর দেখিতে

পাওয়া যায় না, অসামর্থে অপব্যবহারে, কপটাচারে সমস্তই নিন্দিত হইয়া উঠিল। ভারত ভূমি শূন্য ও মলিন হইতে লাগিল রঙ্গশালায় দীপমালা নির্ব্বাণ হইল; ঘোর অন্ধকারে ভারত আচ্ছন্ন হইল। ভারতে যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ সমাজ ধর্ম্ম পথের নেতা ছিলেন এক্ষণে ঘোর বিপদ সময়ে তাঁহারা কোথায় লুক্কায়িত হইলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সেই পবিত্র পদবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখন কোন দিকে পলায়ন করিতেছেন। হায়! সিংহের শিশু শৃগালের বেশ কেন হইল। অভ্যন্তর হইতে জীবন্ত ফণী চলিয়া গিয়াছে কেবল ফণীর অনুকৃতি জীর্ণ ত্বক পড়িয়া আছে।

আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম কুল নারীগণের কাছে ভিন্ন বেদ ধ্বনি শ্রুত হইল না। ভারতীয় গগণ আর যজ্ঞ ধূমে পবিত্র হয় না। গৃহাদি আর দেব পূজা ও হোমের সৌগন্ধে আমোদিত হয় না। অর্থের লালসা বিষয়ে মত্ততা ও ধর্ম্মে ঔদাস্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধ্যাপক আর পুত্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে চান না, সন্তানগণ আর সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে ইচ্ছুক নহে। যাঁহারা পবিত্রতায় জলন্ত মূর্ত্তি ও ভূদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হায়! তাঁহারা ম্লেচ্ছাচারে আচ্ছন্ন হইলেন। ব্রহ্মচর্য্য গিয়াছে ব্রাহ্মণ যাইতে বসিয়াছে, কি ঘোর বিপদ! আর্য্য জাতির পবিত্রালোক ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে ভীষণ নারক অন্ধকার মুখ ব্যাদন করিয়া আসিতেছে আর কিছুদিন পরে যেন সকলই আশা ভরসা সমস্ত ফুরাইবে আর্য্য-দিগের পবিত্র নাম বুঝি বিলুপ্ত হইবে। মহত্ব ভারত ভূমি

সেচ্ছাৱে অধঃপতিত হইতে দেখিয়া বিশ্বপতি বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বের ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত অকস্মাৎ এই জম্বুদ্বীপে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইলেন ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিলেন।

যেমন হিরণ্যকে নাশ ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য হঠাৎ অবতরণ করিয়া ছিলেন তদনুরূপ অবধূত গুরু উদয়া হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন যথা—

নরসিংহস্য যত্র কালে হিরণ্যস্য নিপাতিত।
বিশ্বরূপ মহারশ্মি উৎপাত ভুবন ত্রয় ॥

অবধুত সমাজের বত্রিশ আজ্ঞা নিয়মাবলী।

আদি ধর্ম্ম পুরাণ হইতে বাঙ্গলা ভাষাতে প্রকাশিত করা হইল।

১। অনাদি ব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপাসনা সর্ব্ব ধর্ম্ম শাস্ত্রের সারাংশ।

২। দাসত্বরূপে সদগুরুর সেবা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর।

৩। অনুভব দ্বারা অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সত্য ধর্ম্মতে প্রবৃত্ত হও।

৪। অনিমাদি অষ্টযোগ সাধন করিয়া জীবাত্মাকে মুক্ত কর।

৫। নিজ শক্তি দ্বারা তপ আচরণ করি সাত্বিক কর্ম্ম ঈশ্বর দত্ত গ্রহণ কর।

৬। পবিত্র আত্মাকে সহস্র দল অন্তর্গত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে ধ্যান কর।

৭। পরমাত্মাকে ভক্তি পূর্ব্বক সেবা কর।

৮। ত্রিকালরূপি নাম মন্ত্র জপ করিয়া শরীর মন আত্মাকে শুচী কর।

৯। বিষয়, আহার, নিদ্রা, মৈথুন আদি ধর্য্য হইবার সাধন কর।

১০। পরম শাস্ত্র অভ্যাস এবং প্রচার দ্বারা আত্মার তৃপ্ত কর।

১১। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তি জানিয়া নিজে কীর্ত্তন করিয়া লোকে শুনাও।

১২। মিথ্যা সাক্ষী দিবে না যাহা সাক্ষাৎ সত্য তাহাই বলিবে।

১৩। ধৈর্য্য দ্বারা শান্তিশীল তাতে নিপুণ রহিবে।

১৪। যথোচিত সাধ্যানুসারে জীবের প্রতি দয়া করিবে।

১৫। বিধান পূর্ব্বক দোষীগণের দোষ ক্ষমা করিবে।

১৬। নিষ্কপট হৃদয় দ্বারা নিষ্কাম অহিংসা ব্রত পালন করিবে।

১৭। নিজ মত রক্ষা করিয়া লোকের উপকার করিবে।

১৮। ভাব প্রীতি সহিত সমস্ত লোককে সম্মান দেখি সমদর্শী হইবে।

১৯। নিজের উন্নতি জন্য লোভে পড়িয়া পর দ্রব্য চুরি করিব না।

২০। বিনা উপকার না জানিয় কুসঙ্গ ও মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিবে।

২১। জাতি গোত্র, অহংকার, গর্ব্ব আদি মন হইতে পরিত্যাগ করিবে।

২২। পঙ্কিল ভাবে লোকাচারে না পড়িয়া উদাস এবং নিরাশায় রহিবে।

২৩। পুত্রভাবে থাকিয়া সমস্ত লোকের সহিত পিতা মাতা জ্ঞানে মায়া ছেদন কর।

২৪। যথা শক্তি একেশ্বরবাদী সাধু অতিথিগণের সেবা কর।

২৫। নিজের প্রশংসা ও সাধু জনের নিন্দা বা উপহাস করিবে না।

২৬। পুণ্য পথ আশ্রয় করিয়া পাপকে ত্যাগ ও ঘৃণা কর।

২৭। নির্ব্বিকার দ্বারা বিকার ও বিকৃতি ত্যাগ কর।

২৮। পঞ্চকোশ শরীর ও সমস্ত জড় প্রতিমার আশ্রয় না করিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা মহৎ আত্মাকে আশ্রয় কর।

২৯। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় নিবৃত্ত সাধন করিয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত শাস্ত্র, সাধু বাক্য, গ্রহণ কর।

৩০। ভয়ের সহিত ধর্ম্মাত্মাকে সাক্ষী মানিয়া আত্মা দোহ করিও না।

৩১। সর্ব্বদা আলস্য ত্যাগ করিয়া এধর্ম্ম সম্প্রদায় বৃদ্ধি কর।

৩২। শ্রদ্ধা সহিত সমস্ত লোকের হিতের কারণ ধর্ম্ম প্রচার কর।

ব্রহ্ম নিরূপণ ভজনসার

অলেখ শরণং নিত্যং সর্ব্বকালে পদাম্বুজৌ।
তৎপদং বন্দ্যতে নিত্যং ভববন্ধং প্রমুচ্যতে॥

অলেখ ব্রহ্ম জ্ঞামঞ্চং গমনং মর্ত্তভুবনং স্বর্গ মর্ত্তপাতালং তরলং নিষ্কাম ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞেনং সদ্গুরু জগাঙ্কং ব্রহ্ম সত্যং মণ্ডকো জন্ম-র্ম্মং কেশৌ বন্ধ প্রহরণাচ নমোনমঃ।—১

রচনা সয়নশ্চ ব্রহ্মং মৃত্তিকা পাত্রৈশ্চ ভোজনং শূন্য পথং জগত্ত ভকতশ্চ তারণং ততঃ সত্যধর্ম্ম প্রকাশিতং সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যক্তং আজ্ঞা উদয়াস্ত দর্শনং নিত্যং নিত্যং মহামহিম প্রকাশিতং স্বামী পাদে নমো নমঃ।—২

অলেখং ব্রহ্ম শূন্যঞ্চ অব্যক্তং সর্ব্ব ব্যাপকং।
কুটস্থং নিশ্চলং ধ্রুবং তদ বেজামি নমাম্যহং॥

কলৌ নাস্তেব নাস্তেব সত্যং সত্যং স্বঃ উচ্যতে।
ব্রহ্ম দীক্ষা বিনা দেবী কৈবল্যায় সুখায় চ ॥
প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যু ভৌভুভৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥

বিষ্ণুপুরাণ—৬।৪।৩

ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপা প্রকৃতি এবং পুরুষ (যাহা আমা কর্তৃক আখ্যাত হইয়াছে) উভয়েই পরমাত্মাতে বিলীন হন। প্রকৃতি ও পুরুষ ব্রহ্মে বিলীন হয় বলিয়া ব্রহ্মের একটী নাম নারায়ণ। নরের অয়ন (আশ্রয়) নারায়ণ, নার অর্থে কারনার্ণব (অব্যক্ত প্রকৃতি) এবং নার অর্থে নরের (পুরুষ) সমূহের অয়ন অর্থে স্থান। প্রলয়ে ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই নিধান। প্রলয়ে এক ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই থাকেনা।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ একমেবা দ্বিতীয়ম' হে সৌম্য আদিতে এ সমস্ত জগত সৎরূপ এক ব্রহ্ম ছিলেন। এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কোন থাকেনা।

অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।

ঐতরেয় উপনিষদ—২।১

অগ্রে এ সমস্ত জগতের জীব এক পরমাত্মা রূপ ব্রহ্ম ছিলেন আর কেহ থাকে নাই; পরে প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তখন

স ঈক্ষত একোঽহং বহুস্যাম প্রজায়েয়।

তিনি দেখিলেন আমি এক ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছি এক্ষণে বহু হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিব। তখন তাহাতে যে তিরোহিত বিশ্ব জগৎ ছিল তাহা আবার আবির্ভূত হইল। তিনি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন।

সতপঃ তপ্তা ইমং সর্ব্বান্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তৈত্তিরি।—২।৬

তিনি (ব্রহ্ম) তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জীব জগৎ সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে এই সমস্ত জগৎ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়া, ব্রহ্ম কি করিলেন।

তৎ সৃষ্টা তদেব অনুপ্রাবিশৎ।

ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে পরমাত্মরূপে পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। এই অনু প্রবেশ তত্ত্ব আমাদের আলোচনার বিষয় কারণ ভারতীয় বহুত্ত্বের ইহা এক প্রধান অংশ।

সোঽহমন্যত্র এতাসাং প্রতি বোধনায় অভ্যন্তরং বিবিশানি
সবায়ুরিব আত্মানাং কৃত্বাভ্যন্তরং প্রাবিশৎ—

মৈত্রী।—২।৬

তিনি মনে ভাবিলেন ইহাদের জ্ঞান জন্মাবার জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব তজ্জন্য তিনি নিজে বায়ুর ন্যায় পরমাত্মা রূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় ভগবান বলিতেছেন--

ময়া তত মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্ব ভূতানি ন চাহং তে স্ববস্থিতঃ॥

গীতা ৯।৪ শ্লোক

আমি অব্যক্তরূপী অর্থাৎ অতি প্রিয় মূর্ত্তি স্বরূপ এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। চরাচর ভূত সমূহ আমাতে অবস্থিত, ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে আমি সেইরূপ অবস্থিত নহি। চৈতন্য স্বরূপ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়। আমার শক্তি প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন, আমি পূর্ণ চৈতন্য রূপে লব্ধ স্বরূপ একটী পৃথক তত্ত্ব।

গীতা ৪ শ্লোক ৯ অধ্যায়

সেই জন্য বিশ্বের মাঝে কোন কিছু জড়পদার্থ নাই, সমস্তই তাঁহারি জীবনে উজ্জীবিত, তাঁহার প্রাণে অনুপ্রাণিত, তাঁহার

জ্যাতিতে জ্যোতির্ময়, তাঁহার ভাতিতে চিন্ময়। বিশ্বের প্রত্যেক অনু পরমানুতে তিনি অনুস্যুত। স্থাবর জঙ্গম চরাচর এ জগতে এমন কিছুই নাই যাহার মধ্যে তিনি অনু প্রবিষ্ট নাই।

নতদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়াভূতম চরাচরম্।

গীতা।—১০।৩৯

যেহেতু চরাচর মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না ব্রহ্ম জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে আবরণ করিয়া রহিল। তিনি যেন জগতের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন।

দেবাত্ম শক্তিং স্বগুনের্নিগূঢ়াম্।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

মহাদেবের শক্তি স্বগুণে নিগুঢ় হইয়া গেল—

স এব ইহং প্রবিষ্টঃ অনখা গ্রেভ্যো যথাক্ষুর ক্ষুর ধারে। অবস্থিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভারা বা বিশ্বম্ভর কুলায় তং ন পশ্যন্তি।

বৃহদারণ্য উপনিষদ্।

তিনি জগৎ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নখাগ্র পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইলেন ক্ষুর যেমন ক্ষুর ধারে প্রবিষ্ট হয়, অগ্নি যেমন অরণির

মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়। তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি যেন জগতের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। সলিলের মধ্যে যেমন লবণ খণ্ড গলিয়া হারাইয়া যায়। চিনি জলে যেমন গলিয়া মিশিয়া যায়, সেইরূপই ব্রহ্ম জগতে হারাইয়া গেলেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না; এবং তাঁহার বিষয় লিখিবার ও কোন কিছু থাকিল না সে কারণ ব্রহ্মের নাম অলেখ।

যস্তূর্ণনাভ ইহতন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব এক স্বমাবৃনোৎ

ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, তিনি সেইরূপ প্রাকৃতিক জগৎ জালে নিজে আবৃত রহিলেন। তিনি জগতের অন্তরেও আছেন, আবার জগতের বাহিরেও আছেন।

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম

সেই তত্ত্ব ভূত সমূহের অন্তরেও বাহিরে বর্ত্তমান। সেই জন্য ঋক্‌বেদের ঋষিগণ বহু পুরুষ বলিয়াছেন।

পুরুষঃ এবেদং সর্ব্বং যদ ভূতং যচ্চ ভব্য।

অর্থ। অতীতে যাহা কিছু ছিল ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে, এবং বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই সেই পরম পুরুষ (ব্রহ্ম)

ব্রহ্মৈ বেদং সর্ব্বম্।

নৃসিংহ তাপনী।

এই সমস্তই ব্রহ্ম বেদের স্বরূপ।

ব্রহ্মৈ বেদং সর্ব্বম এ সমস্ত তিনিই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কিছুই নাই ইহাই স্থির হইল, তবে এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রতিক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে, ইহার গতি কি হইবে? আমরা দেখিতেছি জগৎ রহিয়াছে। কি করিয়া আমরা বলি যে জগৎ নাই, এক ব্রহ্ম বস্তু রহিয়াছে? এবং যদি একথা বলিতে না পারি তবে ভূমাবাদ কিরূপে প্রতিষ্ঠা হইতে পারে?

অদ্বৈত বেদান্ত এ প্রশ্নের সহজে সমাধান করিয়াছেন। অদ্বৈত বাদীরা বলেন যে, রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, মরীচিতে (সূর্য্য কিরণে) যেমন মরীচিকা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে ইহা ভ্রম মাত্র [illegible] দ্বারা জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলেও রজ্জু যেমন রজ্জুই থাকে সর্পে পরিণত হয় না। যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম হইলেও শুক্তি শুক্তিই থাকে রজতে পরিণত হয় না, যেমন সূর্য্য কিরণে জল ভ্রম [illegible] মরীচি মরীচিই থাকে মরীচিকায় পরিণত হয় না। সেইরূপ [illegible] বশতঃ এক যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের আধার [illegible] ব্রহ্ম ব্রহ্ম রূপেই থাকেন, জগৎ রূপে পরিণত হয় না। ইহারই নাম বিবর্ত্ত বাদ :—

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিত।
সর্প ধারাদিভিভাবৈস্তদ বদাত্মা বিকল্পিতা॥

মাণ্ডুক্য পারিকা

যেমন অন্ধকারে অস্পষ্ট দৃষ্ট রজ্জু সর্পরূপে ভ্রম-কল্পিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মায় এই প্রপঞ্চে ভ্রম কল্পিত হইয়াছে।

যোগ বাশিষ্ট উৎপত্তি প্রকরণ।

৪৪ স্বর্গ—৩০।৩১

তস্মাদ্ভ্রান্তি ময়াভাসে মিথ্যাত্ব মহমাত্মনি।
মৃগতৃষ্ণা জলচয়ে কৈবস্থা সর্প ভস্মনি॥ ৩০
ভ্রান্তয়শ্চ যত্রানাস্তি সদেব পরমংপদম্।
ঘনে তমসি যক্ষা ভাস্তম এবন যক্ষকঃ॥ ৩১

অর্থ। অতএব "তুমি আমি" এইপ্রকার বিভাগস্থো ভ্রান্তিময় আভাষ মাত্র মৃগতৃষ্ণা জলের ন্যায় দগ্ধপট ভস্মের প্রায় এই প্রপঞ্চ আধাব অবস্থা কি! যাহাতে কোন প্রকার ভ্রান্তি নাই তাহাই পরমপদ গাঢ় অন্ধকারে বালকদিগের যক্ষ ভ্রান্তি থাকে, বাস্তবিক তাহা যক্ষ নহে; অন্ধকারই।

মরুস্থানে যেমন মৃগ তৃষ্ণাতুরের জল ভ্রম, সেইরূপ পরম ব্রহ্মে এই সৃষ্টি ভ্রম। ইহা ভ্রান্তি মাত্র অতএব সৃষ্টি যখন অলিক,

ভ্রান্তিমাত্র তখন যে আধারে এই জগৎ ভ্রমের অধ্যাস, সেই আধারের জ্ঞান হলেই, জগতের ভ্রমও দূরীভূত হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, যেমন সর্প, রজত, মরীচিকা ইহারা কল্পনা মাত্র, রজ্জু, শুক্তি, মরিচীই সত্য পদার্থ ; সেইরূপ কল্পিত জগতের আধার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞান যখনই জীবের আয়ত্ত হয় তখনই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায় তখন একাকার ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছুই প্রতীতি থাকেনা।

সেই জন্য গৌড় পাদাশ্চার্য্য মাণ্ডুক্য কারিকায় বলিয়াছেন—

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে
রজ্জুরে বেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্ম বিনিশ্চয়ং।

যেমন সর্প ভ্রমের আধার রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিতে পারিলে সর্প ভ্রম নিবারিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে দ্বৈত ভ্রম নিবারিত হইয়া অদ্বৈতরই প্রতিষ্ঠা হয়।

এই কথা প্রতিধ্বনি করিয়া প্রবোধ চন্দ্রোদয় কার বলিতেছেন--

যৎ তত্ত্বং বিদুষাং নিমীলিত জগৎ
স্রগ ভোগি ভোগাপম।

যেমন রজ্জু জ্ঞানের বলে সর্পভ্রম তিরোহিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ ভ্রম নিবারিত হয়। এই একাকার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঈষ উপনিষদ বলিতেছেন—

যস্মিন সর্ব্বানি ভুতানি আত্মৈ বা ভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনু পশ্যতে ॥

যখন জ্ঞানির দৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থ আত্মাহ্ হইয়া যায তখন সেই আত্মৈকত্ব জ্ঞানের শোকই বা কি মোহই বা কি অর্থাৎ একত্ব দর্শীর পক্ষে শোক মোহের আধার থাকে না; কারণ তখন সমস্তই একত্ব বোধ হয় এই একত্ব দর্শন সম্বন্ধে গীতা এইরূপ আদেশ দিয়াছেন—

যদা ভূত পৃথক ভাবমেকস্থ মনু পশ্যতি।
তত এবচ বিস্তারং ব্রহ্ম সাপদ্যতে তদা ॥

যথা জীব ভুতগণের পৃথক ভাবকে একমাত্র ব্রহ্মেস্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে ভুতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন তখন তিনি ব্রহ্ম হয়েন।

তাই গীতায় বলিতেছেন :—

সমং সর্ব্বেষু ভুতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ সবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

১৩ অধ্যায় ২৭।

পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও বিশ্বের বস্তুর ধর্ম্ম যে বিনাশ তাহা স্বীকার করেনা। যিনি পরাম-আকে এইরূপ জানেন তিনি তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ২৭।

যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মেন প্রণশ্যতি ॥

৬।৩০

যিনি আমাকে সর্বত্র (অর্থাৎ ভূত মাত্রে) দেখেন এবং আমাতে জীব মাত্রকে দেখেন আমিও তাঁহার অদৃশ্য হই না তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।

সর্ব্বভূতস্থিতং যোমাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি সযোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥

যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, সেই যোগী আমাতে অবস্থান করেন। যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ প্রান সমূহের হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন এই চিন্মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন ঃ—

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥

গীতা ১০।২০

হে জিতনিদ্র ! আমিই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পুরুষত্রয়-রূপে মূল প্রকৃতির অন্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ সমষ্টি বিরাড়ন্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী অর্থাৎ ব্যষ্টী বিরাট অর্থাৎ জীবান্তর্য্যামী।

যেমন জ্যোতির্ম্ময়ঃ সূর্য্যের দর্পনস্থ প্রতিবিম্ব অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিফলিত হইয়া আভা বিকীর্ণ করে, সেই আভা সূর্য্য ও নয়, সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়, সেইরূপ হৃদিস্থিত আত্মা বুদ্ধিতে

প্রতিবিম্বিত হন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন।

আভাস এবচ।

ব্রহ্ম সূত্রম ২।৩।৫০।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ঐ ৩।২।১৮

জলে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়, বুদ্ধিতে সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হয়, সেই প্রতিবিম্বই জীব।

এই জন্য নারায়ণ উপনিষদ ও এই ভাবে বলিয়াছেন।

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিবা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥

১৩ অনুবাদ।

সমস্ত জগতে যে কিছু বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয় সে সমস্তের অন্তরে ও বাহিরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন।

ঈশ্বরের বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ ভাব কঠ উপনিষদে তিনটী শ্লোকে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনপ্রবিষ্টঃ
রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব।

বুদ্ধ স্বামীর কলির শেষে অবতীর্ণ হইবার প্রমাণ সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামী কৃত ব্রহ্ম টীকার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

ভুবনৈর্ভার হরণায় যদুকুলে জাতঃ হরি।
জাত করিষ্যতি সুরৈরপি দুবরনী বাদ বিমহিতৌ ॥
যস্ত ক্ষয় কৃত্যাং তোক্ষণ শূদ্র কলৌ।
ক্ষিতি ভুল নাহ্ নিষিদ্ধ্যতে ॥

জন্মবিভুনে সে অনন্ত ভুভারা বিনাশ নিমিত্তে
যদুকুলরে জাত হেবে যা করি ন পারন্তি দেবে
সে কর্ম্ম মানহি করিবে পুনঃ সে বুদ্ধ রূপী হেবে
প্রাপ্তে সে পুনঃ কল্কীরূপে ভূমি ভুঞ্জন্তি শূদ্র নৃপে
অধর্ম্ম ব্রতস্রে রাজাঙ্কু মারিব রাখিব ধর্ম্মকু

কৃতে শুক্লং চতুর্ব্বাহুং জটীলংবল্কলাম্বরং।
কৃষ্ণাজ্জিন পর্ব্বতাখ্যান্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলং ॥

সত্যযুগরে ভগবান জটীল বকল বসন
শুক্ল অটই দেহকান্তিঃ চারিযুগরে শোভ পান্তি
যজ্ঞোপবীত কৃষ্ণাজিন যে দণ্ড কমণ্ডলু আন
অক্ষয় সূত্র করে ধরি দিশন্তি জোহ্ন ব্রহ্মচারি

শূন্যরূপ দুর্জ্জয়ঞ্চ শূন্য ইকার মনময়।
বকুল বসন স্তথো শুক্লাম্বর সূক্ষ্মবাসী ॥

বল্কাম্বরঞ্চ শ্রুবঞ্চ আজ্ঞাশ্চ প্রতিপালক।
শ্বেতছত্র বারাবাদি পটলং বেষ্টিত শৈচব ॥
দণ্ড মস্ত হর্য বিতং পথঞ্চ আমোদ বকঃ।
ধর্ম্ম দাণ্ডঞ্চ মধ্যাহ্ন ভিক্ষাচ্ছন্ন সংগ্রহতঃ ॥

ভুষণ্ডি কহিতেছে হে বশিষ্ঠ শূন্যবাসী প্রভু যে পবনকু যোগ বলে দুর্জয় বলিবার যে শব্দ সে শূন্য পুরুষ দেহ ধারণ করি কর্ম্মরে বিনাশ করিতেছেন, উন্মীলন লোচন ধারণ করিয়াছেন মন বিকারে মায়া তারণ করিয়াছেন কাচ্ছ কুচ্ছ কবন্ধ শাল্য ভূষণ গ্রাহ্য বাকল প্রতি পনরে ধারণ করিতেছেন; মহিমা সাক্ষাতে রক্ষক করিতেছেন। নাণ্ড সাগরে মোহে পণ্ডিত আকারকে বাহ্য খেলাইতেছেন, পাত্রকসাকাসে তপ্ত; উষ্ম; খরা; বরশা আজ্ঞাপালন করিতেছেন শ্বেত ছত্র বারানাদি পটল বেষ্টীত করিয়াছেন, ধর্ম্ম দণ্ডে বা রাস্তায় ভিক্ষা স্থান সংগ্রহণ করিতেছেন।

ঠুনশূন্য শিচদানন্দ অজোতি ব্রহ্ম রূপঞ্চ।
অচিন্তা পুরুষ স্বামী বকল বসন স্তর্মে ॥
স্বরণং পাদ পঙ্কজো শুক্লাম্বরং মায়া বিভুঃ।
শূন্যবাসী বুদ্ধরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড গর্ভতো ॥

ভুষণ্ডি কহিতেছেন হে বশিষ্ঠ ঠুনশূন্য উপরে যে সচ্চিদানন্দ গোসাই সংসাররে বেহার করিছন্তি বুদ্ধ শরীর ক্ষীণ বকল

পরিধান করি আম্বুরে সুষুপ্তি ভেদরে অগম্যারে রূপ ধরি স্মরণ পাদ পঙ্কজোঙ্কু শ্রীধর আশ্রয় করুছন্তি ভৃত্য কারকের অগম্য স্বামী শূন্যবাসী ব্রহ্মাণ্ড গর্ভরে ধারণ করি অছন্তি অসত্য যোগারূঢ় মানে সত্যকু নপাইলে।

শুক্লম্বর বিষ্ণু ব্রহ্মা মদ্বিভাতি পরিবর্ত্তিত।
সূক্ষ্ম ব্রহ্ম সতানন্দ পাদ পঙ্কজে সেহতি॥

ভুষণ্ডি কহিছি হে বশিষ্ঠ শুক্লাম্বর বিষ্ণু যে শুক্ল পরিমল সকল আহরণ পরিবর্ত্তি স্বামী অখিল রক্ষা নিমিত্তে বুদ্ধ বেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন রক্ষাপাল যে সংসার ধারণা নিমিত্তে সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম উদয় হইয়াছেন, হে সাধুজন আজ্ঞা পালন কর আত্মা নিরূপণ করি ইচ্ছা কারণ ভেদরে জগত ভূতময় পরিবর্ত্তিত কারণ কর্ত্তব্যরে ইচ্ছা করেন গুরুস্বামী সত্যকু রক্ষা করুছন্তি সত্যো সত্য পরিগ্রহী সত্যকু বহি অছন্তি পাদপানি দেহ বাহি তাঙ্কর অদেহরে মোক্ষ পথকু ধারণ করি অছন্তি।

শ্রীধর স্বামী ব্রহ্ম টীকা।

প্রথমে শুক্লবর্ণ দেহি
জটাবকল মুণ্ডে বহি
কন্দু উত্তরি অক্ষমাল
পিন্ধিবে বৃক্ষের বকল
এমন্ত রূপ ভগবান
দেখি পূজিবে সাধুজন
কলি যুগরে নরহরি
খেলে বৈষ্ণবরূপ ধরি

করনী ন করিবে মান
এজন্য মায়ার ভিয়ান
সুমতি বামের ব্রাহ্মণী
তাহার গর্ভে চক্রপাণি
খেলা আরম্ভি এ জগতে
সত্যাদি ধর্ম্মর নিমিত্তে
প্রবুদ্ধ বুদ্ধ অবতারে
জ্ঞান বিস্তারি এ সংসারে

জগন্নাথ দাস, ভাগবত।

মহিমা গুরু যে প্রণালীতে অবধুত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাঁহার আদেশানুযায়ী নিত্য কর্ম্ম নিয়ে প্রকাশিত হইল।

বেদোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণ যুক্ত সন্ন্যাস ও গৃহীর ধর্ম্মের বিধি গৃহীর কর্ত্তব্য।

গৃহস্থগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গোময় গাত্রে লেপন করতঃ স্নান ও স্নানান্তে গোমূত্র গোময় ভক্ষণ করতঃ পূর্ব্বাস্য হইয়া অর্থাৎ যেদিকে সূর্য্যের উদয় হয় সেই দিকে সপ্তবার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া অলেখ বাম স্মরণ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর স্থানে দুঃখ জানাইব ও তৎপরে গৃহে আসিয়া সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সেবা অর্চ্চনা করিয়া গৃহের মধ্যে যাহার ভাগ্যে যেরূপ অন্নাদি থাকিব তাহাই যথা স্থানে আতিথ ও সাধুগণকে ভিক্ষা দিবেন।

অতিথ ও সাধুগণের ভিক্ষা সমাধা হইলে, আপনার গৃহস্থ কুটুম্বাদি সহ সকলে অন্নভোজন করিয়া সংসার ধর্ম্ম কৃষি বাণিজ্য যাহার যে, বৃত্তি আছে তাহা সযত্নে সমস্তদিন নির্ব্বাহ করিয়া পুনরায় সূর্য্যদেবের অস্তের সময় কিছু পূর্ব্ব অর্থাৎ

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব ॥
কঠ ৫ বল্লী ৯ শ্লোক।

যেমন এক অগ্নি এইলোকে প্রবিষ্ট হইয়া উৎপত্তি স্থান কাষ্ঠাদি বস্তুর পৃথক পৃথক রূপে দৃষ্ট হন অর্থাৎ বক্র কাষ্ঠে বক্রবৎ প্রতীত হয়, সেইরূপ এক পরামাত্মা ভূত সমূহের অন্তরে অন্তঃকরণের অনুরূপে ও বাহিরে বহির্বস্তুর অনুরূপে প্রতিভাত হন।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং
প্রতিরূপং বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ ॥

যেমন এক বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণের অনুরূপ দৃষ্ট হন। সেইরূপ পরামাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বহির্ব্বস্তুর অনুরূপে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ৫।১০।

সূর্য্য যথা সর্ব্ব লোকস্য
চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্য দোষৈঃ
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নলিপ্যতে লোক
দুঃখেন বাহ্যঃ ॥

সমস্ত লোকের চক্ষু স্বরূপ সূর্য্য, যেমন লোককে অপরিষ্কৃত বস্তু সকল দেখাইয়া এবং স্বয়ং অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গে থাকিয়াও অন্তর্দোষে বা বহির্দোষে লিপ্ত হন না সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহে প্রবিষ্ট হইয়া লোকের দুঃখে লিপ্ত থাকেন না ।

(নাম নির্ণয়) ।

অবাঙ্মন সগোচরম্ ।

যিনি বাক্য ও মনের অগোচর তাঁহার বিষয় লিখিবার ও কিছুই থাকিতে পারে না সুতরাং তিনি অলেখ ।

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত মহমেবেতি নিশ্চয়ী ।
নির্ব্বিকল্প শুচিঃ শান্তঃ প্রাপ্তাপ্রাপ্ত সুনির্বৃতঃ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৃণ খণ্ড পর্য্যন্ত যাহা কিছু আছে সমস্তই আমি এই নিশ্চয়ক স্থির জ্ঞান যাঁহার জন্মে তিনি বিকল্প শূন্য পবিত্র শান্ত এবং কোন বস্তু প্রাপ্ত হউন বা না হউন নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করেন ।

অবধূত ধর্ম্ম ।

পরম ব্রহ্ম নারায়ণ হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি হইল ; অব্যক্ত হইতে একটী অণ্ডের সৃষ্টি হইল, সেই অণ্ডের মধ্যে এই লোক সকল ও সপ্ত দ্বীপা মেদিনী সৃষ্টি হইল । সেই ভগবান

নারায়ণ এজগত সৃষ্টি করিয়া ইহার স্থিতির নিমিত্ত মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তি লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন; তৎপরে সনক সনন্দাদি মুনিগণকে উৎপন্ন করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য লক্ষণাক্রান্ত নিবৃত্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন।

বেদোক্ত ধর্ম্ম দুই প্রকার।

প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ।

তাহার মধ্যে একটী জগতের স্থিতির কারণ সেটী প্রাণীগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় এবং নিশ্রেয়ায় অর্থাৎ মুক্তির নিদান সেই ধর্ম্ম দীর্ঘকাল হইতে শ্রেয়ঃকামী ব্রাহ্মণাদি ধর্ম্মাশ্রমীগণের বিষয় বাসনা দ্বারায় বিবেক জ্ঞান সঙ্কুচিত হইলে; এবং ধর্ম্ম অভিভূত ও অধর্ম্ম প্রবর্দ্ধিত হইলে সেই আদিকর্ত্তা নারায়ণ জগতের স্থিতি পালন অভিলাষী হইয়া পৃথিবীস্থ ব্রাহ্মণাদি জীবগণের পাপরূপ অধর্ম্ম হইতে রক্ষার নিমিত্ত গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েন।

জ্ঞান; ঐশ্বর্য্য; শক্তি, বল; বীর্য্য ও তেজসম্পন্ন সেই ভগবান জন্ম মৃত্যু রহিত ভূতদিগের ঈশ্বর এবং নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ স্বত্ব ভাব-যুক্ত হইয়া ত্রিগুণাত্মিকা মুল প্রকৃতি স্বরূপা স্বকীয় বৈষ্ণবী মায়াকে বশীভূত করিয়া লোকানুগ্রহের নিমিত্তই সাধারণ দেহ-ধারীর মত দেহধারণ পূর্ব্বক উদয় হয়েন।

নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও প্রাণীগণের রক্ষার এবং বৈদিক বিবিধ ধর্ম্ম জগতে রক্ষার নিমিত্ত অবধূত বেশে এই জম্বু দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ও অধর্ম্মের নাশ করিয়া আসিতেছেন।

জগদীশ্বর জগতকর্ত্তা পরম ব্রহ্ম নারায়ণ এই পৃথিবীতে যুগানুযায়ী উদয় হইয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া আসিতেছেন।

এহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় উক্ত আছে.

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন বলিতেছেন।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

৪ অ ৭।৮

এই ভারতে যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় সেই সেই সময় আমি দুষ্কর্মীগণের নাশ করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়া সমূহ লোক অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া যাওয়ায় ভগবান পুনরায় ধর্ম্মস্রোত ফিরাইবার জন্য মহিমা গুরুরূপে এই ভারতে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কর্ম্মের নাশ ও সাধুবৃত্তি সংস্থাপন করিবার জন্য ভগবান মহিমা গুরুরূপে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় অবধূত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

বেলা দুই দণ্ড থাকিতে প্রাতঃকালের ন্যায় পশ্চিমাস্য অর্থাৎ যেদিকে সূর্য্য অস্ত যায় সেই দিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবে, গুরু আজ্ঞা অনুসারে রাত্রি উপনীত হইলে, অন্নাদি কিছুমাত্র ভক্ষণ করিবে না এই সকল নিয়ম ধর্ম্ম পুরাণে প্রমাণ আছে।

বকল ধারি ও কলা কোপিলা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য ধর্ম্ম যাহারা সন্ন্যাস ধর্ম্মাশ্রিত হইবেন, তাহাদের পক্ষে এই বিধি ব্যবস্থাপিত আছে যে, সন্ন্যাসীগণের কোন নিশ্চিত বাসস্থান নাই, নিত্য প্রবাসী হাটে বাটে পাঠশালা, ধর্ম্মশালা, অথবা বৃক্ষের তলায় যখন যেমন স্থান প্রাপ্ত হইবেন, তখন সেইরূপ স্থানে অবস্থান করিবেন। আর প্রাতঃকালে স্নান গোময় গোমূত্র পান ও অলেখ নাম স্মরণ দর্শন উদয় আস্ত গুরুবাক্য প্রতিপালন ও সর্ব্ব ঘরে ভিক্ষা সাধারণ রাস্তায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবেন নিজ হস্তে পাক করিয়া অন্নাদি ভোজন করিবেন না। কোন প্রকারে অর্থাদি সংগ্রহ করিবে না। কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি করিবে না।

জ্যোতিষাং রবি রংশুমান।

গীতা ১০ অধ্যায় ৯ শ্লোক

জ্যোতির্গণের মধ্যে আমিই সূর্য্য। সেই কারণ সূর্য্যই ব্রহ্ম জ্যোতি বিধায়ক হওয়ায় তাঁহার উদিতে ও অস্তে প্রণামের বিধি .এবং সূর্য্যকে সাতবার প্রদক্ষিণের বিধি থাকায় মহিমা গুরু সাতবার সাষ্টাঙ্গ প্রণামের বিধি দিয়াছেন যথা—

একং দেবাং রবৌ সপ্ত ত্রীবিকুর্যাদ্বি নায়ক।

ইতি বমনাং

সেই ব্রহ্ম অগ্নি স্বরূপ তদজন্য অগ্নিতে ঘৃত মধু কর্পূর চন্দনাদি যুক্ত আহুতি দিবার নিয়ম রহিয়াছে। যেহেতু—

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি।

গীতা ১০।২৩

সূর্য্যদেব প্রকাশিত সাক্ষাৎ দৃশ্য জ্যোতিরূপ তজ্জন্য তাঁহার প্রকাশে (বা স্থিতি কালীনে) আহারের ব্যবস্থা অস্তমিত হইলে আর আহার করিবে না।

স্বদেবতার নিবেদিত দ্রব্যও স্বয়ং খাইবে না, অন্যে খাইবেন শ্রাদ্ধাদি বা মহোৎসব বিবাহ আদি বাড়ীতে এবং যাজক ক্রিয়া রত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে খাইবেন না, গৃহীগণ স্বভার্য্যা ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে না, স্বভার্য্যাতে ঋতুর প্রথম সাতদিন ও আমাবস্যাদি নিষিদ্ধ দিবস ত্যাগ করিয়া রত হইবে। গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই গেরুয়া বসন পরিধান করিবে, গৃহীগণ কোন কার্য্য ব্যপদেশে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিতে হইলে, অন্ততঃ উপাসনা কালে গেরুয়া বসন পরিধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ভগবান গীতার ১০ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলিতেছেন—

নক্ষত্রানামহং শশী।

নক্ষত্রগণের মধ্যে আমিই চন্দ্র সেইজন্য পৌর্ণমাস্যাদি দিবসে ব্রহ্মার বাম ভজন ও বালক লীলা ইত্যাদি করিবার ব্যবস্থা আছে।

ভিক্ষুকাশ্রমীগণ নিজের নিয়মিত কার্য্য সকল প্রতিপালন করিবেন এবং রাত্রিতে ধুনি সংস্থাপন পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিবে এবং প্রত্যহ এক বাড়ীতে একবার খাইবে, এবং এক গ্রামে এক রাত্রি বাস করিবেন, কন্থা কৌপিনগণ কাপড়ের নেংটি ব্যবহার করিবেন, বাকলধারিগণ গাছের বাকল ব্যবহার করিবেন, কোন প্রকার বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করিবে না অযাচিত অন্ন গ্রহণ করিবে, কোথাও কোন প্রকার অন্ন বা অর্থাদি যাচঞা করিবে না এবং তাহাদের আহুতি দান বা চামর ব্যঞ্জনাদি নিষিদ্ধ।

অবধূত ধর্ম্মের কর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে যাহা আছে তাহা অত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রাতঃ স্নান।

প্রাতরুত্থায় যোবিপ্রা প্রাতঃস্নায়ী ভাবৎ সদা।
সপ্ত জন্ম কৃতং পাপং ত্রিভির্ব্বৈর্ষব্য পোহতি॥

দক্ষস্মৃতি ২ অধ্যায়।

যে বিপ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, নিত্য প্রাতঃস্নান করে তাঁহার বর্ষ ত্রয় মধ্যে সপ্ত জন্ম কৃত পাপ ধ্বংশ হয়।

গুণাদশ স্নান পরশ্য সাধো রূপাতে তুষ্টিশ্চ।
বলঞ্চ তেজঃ আরোগ্য মায়ুশ্চে মনো বিরূদ্ধং ॥

প্রাতঃকালে স্নান করিলে রূপ, বল, তেজ আরোগ্য পুষ্টি আয়ুর্ব্বৃদ্ধি মন স্থৈর্য্য দুঃস্বপ্ন নাশ তপস্যা ও মেধা বুদ্ধি দশটী গুণ উপভোগ করিতে পারা যায়।

প্রণাম।

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাং মুরশা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

করদ্বয়, পদদ্বয়, বক্ষঃস্থল মস্তক, চক্ষু, বচন, প্রণামের প্রতি স্থির নেত্রপাত ও তন্নাম উচ্চারণ ও মন তৎপ্রতি একাগ্রচিত্ত বা এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

রাত্রি ভোজন নিষেধ।

রামার্চ্চন চন্দ্রিকা নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে প্রমাণ আছে রাত্রি ভোজন নিষিদ্ধ।

একান্তং বৈষ্ণব্যাং বক্তম ব্রতং বিধেয়ঃ।

মনু সংহিতার ৪র্থ অধ্যায় ৬২ শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি করুন।

ন ভুঞ্জি তোদ্ধৃত স্নেহং নাতি সৌহিত্য মাচরেৎ।
নাতি প্রাগে নাতি সায়ং নসায়ং প্রাত রাশিতঃ ॥

যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা ভোজন করিবে না, অতি প্রাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন করিবে না এবং দিবসে ভোজনে অতি তৃপ্তি লাভ করিয়া রাত্রিকালে আর ভোজন করিবে না।

পূজা পদ্ধতি নিষিদ্ধ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রকাশ।

ন ঘট স্থাপনা ব্রান্তি নবাহুল্য ন পূজনং।
সর্ব্বত্র ব্রহ্ম ভাবেন সাধয়েৎ তত্ত্ব সাধনম্॥

যিনি ঈশ্বর উপাসনা করিবেন তাহার পক্ষে স্থাপনা ঘট অথবা দেবতা পূজা বাহুল্য নাই সর্ব্বত্র ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, এই ভাবিয়া তত্ত্ব সাধনা করিবেন।

দেবতা পূজার ভোগ প্রসাদ নিষেধ।

শ্রীমদ ভাগবতে প্রমাণ আছে।

যথা পতিব্রতা নারি ন ভজেৎ স্বামীণাং বিনা।
অন্য দেবস্য নৈবিদ্যং ন ভুক্তং বৈষ্ণব স্তথা॥

যেরূপ পতিব্রতা নারি আপনার স্বামী বিনা অন্য কাহাকেও ভজনা করে না সেইরূপ কৃষ্ণভক্ত লোক অন্য দেবতার ভোগ রাগ ভোজন করিবে না।

পিতৃ গোত্রেচ যা কন্যা স্বামী গোত্রেন গোত্রিকা।
কৃষ্ণ ভজন মাত্রেন তত্র গোত্রাচ্যুৎ ভবেৎ ॥

যেমন অবিবাহিতা কন্তা যাবৎ পিতৃ গৃহে থাকে, তাবৎ সে পিতৃ গোত্রে থাকে, তৎপরে বিবাহ হইলে স্বামী গোত্রে ভুক্ত হয়, সেইরূপ ভক্তগণ কৃষ্ণ ভজন মাত্রে অচ্যুত গোত্রে প্রাপ্ত হয়।

নৈবেদ্যং গ্রহণং ঘ্রাণং দর্শনং স্পার্শনং তথা।
দেবতাঞ্চ যৎ পেয়ং নকুর্য্যাৎ বৈষ্ণবঃ শুচি।

যে হরি ভক্ত হয় সে অন্য দেবতা পূজায় নৈবেদ্যাদি স্পার্শ দূরের কথা দর্শনও করে না।

মদভক্ত দেব নির্ম্মালং পত্র পুষ্পং ফলং জলং।
তদভুংক্তে যদি মুঢ়াত্মা তৎ সর্ব্ব সুরয়া সমঃ ॥

শ্রীহরি উদ্ধবকে বলিতেছেন, হে উদ্ধব যদি আমার ভক্ত দৈবে দেব পুজার দ্রব্য পত্র, পুষ্প, জল, ফল, যে কিছু মাত্র গ্রহণ করেন তাহা হইলে, অশুচি হইবেন অর্থাৎ তাহা মদিরা সম হয়।

প্রাণ ত্যাগং বরং কুর্য্যাৎ কাল কুটাদি ভোজনাং
তথাহি দেবতোচ্ছিষ্ট ভোজনন্তু ন বৈষ্ণবাঃ ॥

বরং বিশ খাইয়া প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য তথাচ দেবের প্রসাদ গ্রহণ করিবে না।

শ্রীমদ ভাগবৎ গীতায় ১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোকে অর্জ্জুনকে ভগবান বলিতেছেন—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাগং মামেকং স্বরণং ব্রজ।
অহং তাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়ী স্যামী মা শুচঃ

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম জাতি ধর্ম্ম বৈরাগ্য সম দমাদি ধর্ম্ম ধ্যান যোগ ঈশ্বরের ঈপ্সিতার বশীভূতত্তা প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় কর আমি তোমার সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব তুমি অকৃত কর্ম্মা বলিয়া শোক করিও না।

শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিস্তনং পর ধর্ম্মাৎ স্বনুর্ব্বিত।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ॥

গীতা ৩।৩৫

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরম ধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

গীতাটী সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপালক ইহাতে দলাদলি নাই অথচ ভগবান স্বধর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম দুইটী শব্দ প্রমাণ করিলেন। তবে কি তাঁহার কাছে দলাদলি বা আত্মপর আছে? তাহা কথনই নয়, কেননা তাহা হইলে তাহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ আসে তাহা নয়। স্বধর্ম্ম স্বাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পরধর্ম্ম বর্ণাশ্রমিক ধর্ম্ম।

শ্রীমদ ভাগবত গীতা ৯ অধ্যায় ২২।২৩ শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

অনন্য বিচণ্ডয়ণ্ডো মাং যে জনা পর্য্যুপাশ্যুত।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্

৯।২২

যে সকল যোগী বাসনা শূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করেন সেই মৎ পরায়ণ মন্নিষ্ঠ পুরুষগণকে যোগ ক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি, কোনও বস্তু লাভ করায় নাম যোগ এবং তাহা রক্ষা করার নাম ক্ষেম।

যেহপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধায়ান্বিতা।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত বিধি পূর্ব্বকম্ ॥

হে কৌন্তেয় শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তির সহিত যাহারা অন্য দেবতার ভজনা করেন তাঁহারাও আমাকে অবিধি পূর্ব্বক ভজনা করেন (অর্থাৎ মোক্ষ জ্ঞাপক বিধি বিনা ভজনা করেন।

অহংহি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ।
নতু মামভি জানন্তি তত্বেনা তশ্চ্য বন্তিতে ॥

গীতা ৯।২৪।

যেহেতু আমিই সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা কিন্তু তাঁহারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না এজন্যই

পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করে।) যখন আমি ছাড়া আর কিছু নাই তখন অন্য দেবতার পূজা করা গৌণকর্ম্ম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাতে পৌঁছে না তবে ঐরূপ করিতে করিতে ক্রমে আমাকে পাইবার ইচ্ছা প্রবলে সদগুরু লাভ হয় এবং সেই সদগুরুর কৃপায় আমাকে লাভ করে।

শ্রীমদ ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ২৯ অধ্যায় ১৭।১৮ শ্লোক।

সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মারস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃকুরুত্যের্চ্চা বিড়ম্বনাং ॥ ১৭

যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মাব মীস্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি॥ ১৮

এই প্রকার চিত্ত শুদ্ধি সকল প্রাণীতে আত্মা দৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্ম স্বরূপ হইয়া সর্ব্ব প্রাণীতেই সতত আছি, তথাচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতেই পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। ১৭

পরন্তু আমি সর্ব্ব প্রাণীতে বর্ত্তমান সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর যে ব্যক্তি মূঢ়তা প্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়।

অবধূত ধর্ম্মাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি স্ত্রী গুরুর আদেশ আছে যে, গৃহীর স্ত্রীগণ রজবতী হইলে সপ্তদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে

(স্ত্রীলোককে) কোন দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে দিবে না তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে আছে।

১। প্রথমেহ্নি চণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্ম ঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকি প্রোক্তা চতুর্থেহ্নি শুদ্ধতি ॥

রজস্বলা স্ত্রী প্রথম দিবসে চণ্ডালিনী সদৃশী দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনী তৃতীয় দিবসে রজকীর ন্যায় অস্পৃশ্যা থাকিয়া চতুর্থো দিবসে শুদ্ধ হয়।

২। রামং দিনং পরিত্যজ্যং যাবদ বহ্তি শোনিত।
তাবদেব ঋতুঃ স্ত্রীনাং রাত্রয়ঃ শোড়ষ স্মৃতাঃ ॥

স্ত্রীদিগের প্রথম তিনদিন ছাড়িয়া শোড়ষ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল জানিবে যতদিন না শোনিত বন্ধ হয় না হয় ততদিন অশুদ্ধ।

৩। চতুর্থে জায়ন্তেঃ পুত্র সল্লায়ু পূর্ণ বর্জ্জিত।
বিদ্যা ধর্ম্ম পরি পরি ভ্রষ্টো দরিদ্রঃ ক্লেশ ভাজন ॥

৪। পঞ্চমে জায়তে কন্যা দুর্ভ্যা নিত্য দুঃখিতা।
সল্লায়ু বসতি বেশ্যা কুরূপা বিধবা স্মৃতা ॥

৫। ষষ্ঠে চ জায়তে পুত্রোন দোষী নগুনী তথা।
মুর্খো দুঃখী কুরূপশ্চ ধনসন্ততি বর্জ্জিতঃ ॥

৬। সপ্তমে জায়তে কন্যা দুঃখীনো নায়িকা ভবেৎ ॥
জীবতি সামৃতা লোকে ধন ধান্য বিবর্জ্জিতা ॥

এই সকল দিনে কন্যা পুত্র জাত হইলে দরিদ্র মুর্খ অধর্ম্মাচারিণী হয় এই সকল কারণ বশতঃ সপ্তদিন পালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(জ্যোতিষ তত্ব বারিধি)।

হিন্দুধর্ম্ম বাহিরের নয় ভিতরের।

আর্য্য ধর্ম্ম কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন আমাদের পূজনীয় পিতৃ পুরুষগণ যে ধর্ম্মের আচরণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সাধারণতঃ আর্য্য বলিতে তাহাই বুঝি। এখন বড় বিষম কথা উপস্থিত হইল, (নাসৌ মুনির্য্যস্য মতঃ নভিন্নং) নানা মুনির নানা মত। আমরা কি করি? একজন ধর্ম্ম শাস্ত্রকার যাহাকে সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, আর একজন ঋষি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আর একটীকে সেই উচ্চ আসন প্রদান করিলেন। এখন আমাদের উপায় কি? নারায়ণের অংশাবতার ব্যাসদেব ও মহাদেবের অংশাবতার শঙ্করাচার্য্যের মতভেদ উপস্থিত হইলে, অল্প জ্ঞান সম্পন্ন মানব কোন পথে অবলম্বন করিবে? আবার এই মত ভেদের মধ্যে একটী সাম্যভাব দেখিতে পাই, সে বিষয়টীতে কাহারও মতভেদ নাই। সে বিষয়টী মনের পবিত্রতা, আর্য্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা বিধিমত আছে বিভিন্নতা থাকিলেও এই বিষয়টীতে সকলেরই ঐক্যমত আছে। তুমি শৈব হও, শক্ত হও, বৈষ্ণব হও, সৌর হও, বা গাণপত্য হও তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যে

ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে ভক্তি দ্বারা ভগবানকে ডাক। যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে সেই ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী জগত পিতার উপাসনা কর তাহাতে কোন বাধা নাই কেবল মন বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

আর্য্য ধর্ম্ম বাহিরের নয় ভিতরের ইতিপূর্ব্বে যে যে সময়ে ধর্ম্ম ভাব অন্তর ছাড়িয়া বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে সেই সেই সময়েই তাঁহার সংস্কার সাধিত হইয়াছে বেদে যজ্ঞাদি উপদিষ্ট হওয়ায়, ভারতে এক সময়ে যজ্ঞেশ্বর বহুল প্রচার হয়। অন্তঃর্যজ্ঞ ভুলিয়া লোক যখন বহিঃর্যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত হইল, তখন বুদ্ধ দেব অবতীর্ণ হইয়া তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিলেন, আবার স্রোত ফিরিল। আবার সকলে আত্ম দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন, বহুদিন পরে সকলে পুনরায় বাহ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন। বাহ্যাড়ম্বর প্রিয়তা লোকের স্বভাব সিদ্ধ, সেই জন্য তন্ত্র সকল প্রচারিত তন্ত্রে নানাবিধ আড়ম্বর পূর্ণ কার্য্যের অনুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্র সকল মহাযোগী মহাদেবের শ্রীমুখরিত বলিয়া বিখ্যাত তন্ত্রোক্ত কার্য্যগুলির গুঢ় রহস্য আছে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারিল নাই। তাহার চলিত অর্থই গ্রহণ করিল। আবার বাহ্য হোমাদিতে লোক ব্যস্ত হইল, তখন নবদ্বীপাকাশে চৈতন্য চন্দ্র উদিত হইয়া ভক্তির প্রাপল্য শিক্ষা দিলেন, মন পবিত্র করিতে উপদেশ দিলেন, তাঁহার উপদেশের ফলে অনেক উপকার হইল, ধর্ম্মের

নামে যে সকল অনাচরণ হইতেছিল, সে সকল বিদূরীত হইল। কিছুদিন এইরূপে চলিল, পরে আবার পরিবর্ত্তন হইল এখন পরিবর্ত্তনের চরণ সীমায় দেখা যাইতেছে, পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম, কেবল তিলক ত্রিকণ্ঠিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, লোকে খোল করতাল বাজাইয়া অঙ্গে পবিত্র হরি নামের ছাপ মারিয়া গৌরাঙ্গ ও তাঁহার শিষ্যের অনুকরণ করিতেছে ট্রেডমার্ক ঠিক আছে, জিনিষ ভেল হইয়াছে, হরি এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র যাঁহার সহস্রাকারে আঘাত লাগিত এবং যিনি তৎক্ষণাৎ অচেতন হইতেন সেই পুরুষের অনুকরণ করা কি যাহার তাহার কার্য্য! কেবল বৈষ্ণব কেন! চতুর্দ্দিকে ভণ্ডামী! মহাযোগী মহাদেবের উপাসক শৈবগণের কেবল রুদ্রাক্ষ ও বিল্বপত্র আছে কিন্তু যোগধার নাই শাক্তের ছাগবলি আছে, কিন্তু হৃদয়ে ভক্তি নাই ষড়্‌রিপুর বলি দিবার প্রবৃত্তি নাই।

সুতরাং এখন আবার অন্তার দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে আর্য্য ধর্ম্মের বিশেষরূপে আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে আর্য্যধর্ম্ম কাহাকেও নিরাশ করে নাই। যাহার যেরূপ অধিকার আছে তাঁহার উপাসনার প্রণালী ও তদ্রূপ, ক্ষুধা অনুসারে আহারের ব্যবস্থা আছে। জ্ঞানীর জন্য চিন্ময় সত্য স্বরূপ (এক মেবা দ্বিতীয়ং) পরম ব্রহ্মের উপাসনার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে আবার অজ্ঞানীর জন্য নানাবিধ সাকার উপাসনার পদ্ধতিও আছে, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন মহোদয়গণের জন্য নিষ্কাম ধর্ম্ম

উপদিষ্ট হইয়াছে, আবার অল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সকামোপসনার আদেশ হইয়াছে। এহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে সকাম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। ধ্রুব বিমাতার বাক্য বাণে বিদ্ধ হইয়া রাজ্য লাভের জন্য হরি আরাধনায় রত্ত হইলেন। কিন্তু সে যখন সেই পদ্ম পলাশ লোচন নারায়ণের দর্শন পাইল, তখন আর কিছুই চাহিল নাই। সাধক প্রথমতঃ সকাম ভাবে কার্য্য আরম্ভ করে, বটে কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিলে তাহার সাধনা নিষ্কাম কার্য্যে পরিণত হয়, অতএব সকলকেই অন্তরে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লোক দেখান ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নহে লোক দেখান দান, দান নহে। লোক দেখান যজ্ঞ, যজ্ঞ নহে। যে হোমে কুপ্রবৃত্তিকে আহুতি দেওয়া না যায়, সে হোম, হোম নহে, এই সকলের স্থায়ী আন্দোলন চাই। তাই বলি আবার স্রোত ফিরিল পুনর্ব্বার সেই অন্তঃর্যজ্ঞ অবধূত গোসাই বিলাইল এই কলি যুগের প্রবল অবস্থাতে অবধূত ধর্ম্ম প্রচার করিলেন এই ভারতে পুজাবিধি সাধন তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র সকলেই অনাচার দ্বারা পাপকে ধর্ম্ম বলিয়া উপাসনা করিতেছ এজন্য ঐ সমস্ত কুপ্রবৃত্তি সংসার হইতে বিদুরিত করিবার উদ্দেশে এই ভারতে অবধুত ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

নির্গুণ তত্ত্ব।

বেদাতীতং রূপাতীতং গুণাতীতং নিরঞ্জনম্।
আকাশঞ্চ মনাকাশং শব্দ ব্রহ্মসমুচ্চয়েৎ॥

পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডয়ো নাস্তি নাস্তি পুংক্তি পবংততঃ।
নন্দ বিন্দু বিনা মন্ত্র সমহা মন্ত্র ম্যুর্ত্তমম্ ॥

সত্য ধর্ম্ম সমাশ্রিতঃ সৎকর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
ত দেব সফলং কর্ম্ম সত্য জানিহি সুক্রুতে ॥
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরং।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্তো সত্য মেবং সমাশ্রয়েৎ ॥

সত্য হীনং বৃথা পূজা সত্য হীন বৃথা জপঃ।
সত্য হীনং তপঃ ব্রতঃ উষরে বপনং যথা ॥
সত্য রূপং পরম ব্রহ্মা সত্যহি পরমং তপঃ।
সত্য মূলা ক্রিয়া সর্ব্বা সত্যাৎ পরতরং নহি ॥

নিরঞ্জনাষ্টক।

বেদং ন শাস্ত্রং নচ শৌচ সন্ধ্যা।
মন্ত্রং ন জাতং নচ ধ্যান ধ্যেয়ং ॥
হোমং ন যজ্ঞং নচ দেব পূজা।
তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মাণ নিরঞ্জণায় ॥ ১

ব্যর্থং তীর্থং তপ জপ যজ্ঞেন কিং ফলম্।
কিং বেদাধনং ব্রতাদি চরণং দানে বা কিংবা ফলম্

রে মূঢ় !   দৃঢ় মেচেৎ শরীরং মান্যতে নান্যথা
সাক্ষাদিশো ভগবান জীব মানস কৃত ॥
নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং নিত্যং নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জনং ।
নির্ব্বিকার নিরাকার নিত্য মুক্ত সুনির্ম্মল ॥
স্থানু ন মানু নচ বাদ বিন্দু ।
রূপং ন রেখং নচ ধাতু বর্ণ্যং ॥
দ্রষ্টান দৃশ্যং শ্রবণং ন শ্রাব্যং ।
তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥
বৃক্ষং ন মূলং নচ বীজ কুলং ।
শাখা ন পত্রং নচ বল্ক পল্লবং ॥
পুষ্পং ন গন্ধং ন ফলং ন ছায়া ।
তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥   ৪
অধো ন উর্দ্ধং ন শিব ন শক্তি ।
পুমান্ ন নারী নচ লিঙ্গ মূর্ত্তি ॥
ন ব্রহ্মা বিষ্ণু নচ দেব রুদ্র ।
তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥
অখণ্ড খণ্ডং নচ দণ্ড দণ্ডং ।
কালোপি জীবো ন গুরু ন শিষ্য ॥

ন গ্রহ ন তারা নচ মেঘ মালা।
তস্মৈঃ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥
শ্বেতং ন পীতং নচ রক্তং রেতং।
হেমং ন রৌপং নচ স্বর্ণাবর্ণং ॥
চন্দ্রার্ক বহ্নি উদয়ং ন অস্তং।
তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥
স্বর্গং ন প্যংক্তিং নোগ্রে ন ক্ষেত্রে।
জাতরতীতং নচ ভেদ ভিন্নং ॥
মাহং ন ত্বহং ন পৃথক পৃথক ত্বং।
তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায় ॥
গম্ভীর ধীরং ন নির্ম্মাণ শূন্যং।
সংসার সারং নচ পাপ পুণ্যং ॥
ব্যক্ত না ব্যক্ত
তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মণে নিরঞ্জনায়।

ভজনাষ্টক বিখ্যাত।

বন্দনা।

বন্দনা পদে বিন্দুকু ধন্তই অরূপানন্দকু।
নমকোণে সুরাসুরি মাস মাস মাস ছন্তি পুরি ॥

অনন্ত বাসুকি শিরে বহিছি মকরন্দকু। ১

শ্রীপয়র দীর্ঘ পতি কোটীয়ে মোর বিনতি।

স্মরণ সদর পাদে নির্ভয় ভল মন্দকু॥ ২

গৃহ কর্ম্ম ত্যজি ভক্তে প্রচরু ছন্তি জগতে।

জীব উদ্ধার নিমন্তে ভরষা করি নামকু॥ ৩

করুছন্তি কর্ম্মমান মাতা পিতাঙ্কু বিধান।

উদে অস্ত দরশন ধরি চৌষট্টি বন্দকু॥ ৪

শ্রীগুরুঙ্কু পাদ তল ফুটিয়াছি পদ্ম ফুল।

বাসরে অমাপা মূল ঘেনী নাসিকারন্ধ্রকু॥ ৫

একাক্ষর পাদ চিনি ভজুছন্তি ব্রহ্ম জ্ঞানি।

ভমে ভীম অরথিত ধ্যাই অলেখ ব্রহ্মকু॥ ৬

ভজ হে শ্রীগুরু পদ নকর হেলা অনহেলা কলে ভবে বুড়িব ভেলা

প্রথম সময়ে সুতঃ মাতা গর্ভে হেলা স্থিত,

দশ মাস যায়ে গর্ভ গতরে থিলা।

গর্ভে থিলা যেতে দিন করুথিলে ব্রহ্মে ধ্যান,

বেনি কর যোড়ি পাদে ভকতি থিলা।

[illegible] পড়ি পুয় রাব দেলে কুহ কুহ,

পূর্ব্ব জন্ম হেতু জ্ঞান পাসরি দেলা।

মাতা দেলে ক্ষীর পান বাল ভোলে গলা দিন,

রঙ্গে শিশু সঙ্গে কৌতুকে বড়িলা।

অইলা দ্বিতীয় কাল তনু হইলা প্রবল,

স্থিতির উৎপতি তহু অধিক হেলা।

পাই যুবতী রতন   কামরে যুড়িলা মন,
দুর্লভ শরীর গোটা বি অর্থ গলা ।
তৃতীয় কাল আসি হেলা   নিরঞ্জন নভজিলা,
হিংসা রাগ নিরন্তরে রহিলা ।
পাই সুত বিত ধন   চিন্তারে বুডিলা মন,
গুরুপাদ ছাড়ি মায়ামদে মজিলা । ৪
তইলা চতুর্থ যুগ   সরিলা দেহরে ভোগ,
অস্থি চর্ম্ম এক ঠারে ঠুল হইলা ।
ফুয়াকা বন্দ গলা নাপ   উজিলা পরম হংস,

গুরু পদ ধ্যাই ভীম ভই ভজিলা ।

কর সাধু সঙ্গ নিশ্চে পরাপত হেব ব্রহ্ম অঙ্গ ।
সংসার সাগর প্রয়োজন সুখ ভোগ ন বাঞ্ছিব মনে ॥
মায়া ঘর দ্বার আশায় নকর যেসনে পসরা ঢাউরঙ্গ ।
নিন্দা কলে যুস জীব ক্ষায় ঁতিকি নকরো কিছি ভয়ে ॥
অল্প নিন্দা করি পাপে জীবে মরি সদজ্ঞান করুছন্তি ভঙ্গ ! ২
চারি দিবসকু থাউ টাকি কুলি যুগ রহিলানি বাকী ॥
দিক্ষাকু ন লেমি বালাকু ন দেখি বিঘ্ন করুছন্তি জেহ্নে সিঙ্গ । ৩
মায়া মোহে পড়ি ছন্তি বন্দি নিজ নাম দেইছন্তি ফিঙ্গি ॥
এ জগতের লোক সর্ব্বে অবিবেক দেখিবে শুনিবে কিসচঙ্গ ।
সংসার মতরে মুহবাই সবু কথা থাও দেহে সহি ॥

যেসনে পাষান করি পঙ্কু মন দেখিমা শুনিবা দূরে কিম্ভু।
শ্রীগুরুচরণ হৃদেবড়ী এভে বেলে কর সাধু গোষ্ঠি ॥
ভনে ভই ভীম ন ছুইবে যম ধরি থাও নাব আগমাঙ্গ।
ভজ নিরিবেদে এহি শরীরে সুজ্ঞান হেব উদে ॥
দুর্লভ শরীর গোটা পিণ্ড কিপাই করুছ খণ্ড খণ্ড
বুড়ি গলে চেতা পর্ব্বে হেব বৃথা ভিনি ধর ধর এক পাদে ॥
অক্ষয় পুরুষ বিজে করি রূপ রেখ নাহি তাহা ছুরি।
সেহিসে করতা কর্ম্মণ দেব স্বামী ভুলাই মারুছি মায়া মদে ॥
পচিশ প্রকৃতি করি বাঁট এমানে করুছ নটকুট।
সকামরে জীব মায়ারে সংযুক্ত বুড়ি রহিছন্তি ফল স্বাদে ॥
এ দেহ ছাড়িলে জন্ম নাহি জেবে জন্মিবু তু হেভু কাহি।
মনে মনে ভালি বলি আজি কাশী পশি জিবু কুম্ভীনর্ক মধ্যে ॥
ধন দ্বারা সুত বন্ধুবর্গ কেহি কাহাকুন নেবে স্বর্গ।
এমানে বিষয়া সর্ব্বে মহ মায়া সাঙ্কুলী অটন্তি বেনি পাদে ॥
অভয় চরান চিত্ত দেই ভনে অরক্ষিত্ত ভীম ভই।
ভেজী পিণ্ড প্রাণ নাম ব্রহ্মে লিন নবধা ভক্তি ভাব গদাগদে ॥
আরে মুর্খ বাই গুরু সেবা কলে সিনা জ্ঞান পাই।
কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব গলে, আপ বড়ি মারে ন পাইলে ॥
ভাব ভোলে পড়ি ভবে গলে বুড়ি ব্রহ্মে লিন কেহ হই নাই।
নাম আত্ত জাত জীব জন্তু, সদগুরু পাদে নাহি তন্তু ॥
অনেক সাধিলে অণ্ড ন পাইলে বাহারি গলেনি দেহ বাহি। ২
লক্ষ্য পদ্ম পণ্ডা জুল তেপু কোটি কল্প কল্পাণ্ডার মন্থ ॥

কেহিন যুগরে ভেট নাহি ভণে ব্রহ্ম অস্তানা কেহি জাই নাই।
মনকু কমি পারিলে সক্ক, তেবে ভেট হেবে সদগুরু ॥
কপাট অর্গলী, সুচি রন্ধ্রে গলী বিচারিলে নিকটরে থাই। ৪
মাংস পুটত দেহরে অছি, দক্ষহু কঠিন বলাউছি ॥
জল পবনহি, ভেদ নাহি তহিঁ, নিগম ভুবন বলি কহি। ৫
ভণে অরখিত ভীম কন্দ, সে ঠাবকু জানি জনে বুঝ ॥
বাহরে খুজিলে, কেবেহুঁ নমিলে, ঘট ভেদান্তরে তাকু পাই ;
চিতনপাও অনাম আদহরে, চিহ্ন স্বাদহার ॥
জপ তপ মন্ত্র যন্ত্র নাহি, বেদ বিদ্যা ভেদ নলাগই।
দান ধ্যান জ্ঞান, তীর্থ ব্রত পুণ্য, ফিঙ্গি দেই ছন্তি দুরান্তরে ॥ ১
চাহি কহিবা দহিবা ঠারে, নথাই এটী সাহাস্র অর্থরে।
পণ্ডিত পিণ্ডিত সব্ এ খণ্ডিত, নুড় যাই রূপ বাহা রবে ॥ ২
ধরতি আকাশ নলাগই, মহাশুন্যে তন্য শূন্য দেহি।
অগ্নি তেজ বাই, ছায়া ন মিসই ধর এক পাদে নির্ম্মায়ারে ॥ ৩
অনুসরি থিলে লয়েকরি. নিষ্কাম নির্ম্মহ চিত্তে ধরি।
আশা মাত্রে থিব, বাঞ্ছা হীন স্থির, তরি জীব নিশ্চে সুদয়ারে ॥ ৪
স্বাদহার নাহি কলে ঠাব, অদেহার আউ কি পাইব।
বেশ থাও ঠাব জেবে করি থিব, বসিব বৈকুণ্ঠ ভুবনরে ॥ ৫
নাহি সেবা ভক্তি ভাবনারে, দেখুছি শুনুছি সর্ব্ব ঠারে।
গুরু পাদ ধ্যাই, ভণে ভীম ভই, অলেখ স্বামীং কি আজ্ঞারে ॥

আাট ভজন।

চালন্তী শূন্যে শবদ অনুমান চিতে ভেদ অকলনা বারানিধি,
নাম মহিমা অগাধ।
গম্য নাহি চারি ধর্ম্ম জতি জ্বালা উর্দ্ধ্ব ধুর্ম্ম ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলা,
এ মন্তে সে জেউ পদ। ১
যে রাম চন্দ্র অনন্ত,কৃষ্ণ চন্দ্র জগন্নাথ, চারি যুগে অবতার,
হই ন পারিলে সিদ্ধ। ২
ঋক শ্যাম যজু অথর্ব্ব, হ্রীং শ্রীং ক্লীং ক্রুত, দিগ আকাশরে,
ভ্রমি বুড়ি ন পাই বিশাদ। ৩
ছপ্পনা কোটী জন্তু জীব, করি ন পারিলে ঠাব, মুনি তপস্যারে,
বসি মনরে হেলে সুবোধ। ৪
পুঁথি পঞ্চ ভুত বাই, জ্যোতি তেজ কলা বহি,
চন্দ্র সূর্য্য উদে হই, ন পাইলে অন্ত আদ্য। ৫
অব্যকৃত ব্রহ্ম যেই, রূপ বঞ্চনারে নাহি, ভণে ভীম,
অরথিত নিগমে রহিলা ভেদ। ৬
বহিছি অবনা বাই, দিবা নিশি এক হই,
কে পাইছ আদ্য অন্ত চিনি রাখিয়াছি কাই।
মহা শূন্যে বটে, অরূপ অবর্ণে ভেট, পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরে,
ভেদি ধরি ন পারিলে কেহি।
নাহি চেতা হেতু দ্বারে, ন থাই মন ভিতরে,
কায়া ছায়া মায়া ঠারে, কাঁহি কিছি ন লাগই। ২

কামনা কল্পনা দ্বারে, নমিশে হেঁজ পাঞ্জরে, কে তাকু,
করিব ঠাব যার নাহি হাই ছাই। ৩
নথাই শব্দ আকার, একুশ পুর বাহারে, সার ব্রহ্ম এক পাদ,
রহিছি গুপ্ত হই। ৪
স্থিতি বস্তির নথিলা, কেউ ভিতরে পশিলা, যে তাকু,
ভেটাই দেবে, তা পাদে ধরিবি যাই। ৫
বন্দনে সেবা ভকতি, দর্শন ভজন নাস্তি, ভনে ভীম অরখিত,
নিগমনে রহিলা যাই। ৬
শূন্য মন্দিরে বেভার, রূপ রেখ নাহি যার,
তুতি পাদ নমি সাই, এক পাদে ধর ধর।
অলেখ পাটনাপুর সে ঠাবরে তাক ঘর, নাহি সরদ উষ্ম,
সাধু জনে হেতু কর। ১
নিরামিশ নিয়ইটা, দিন থিলে করে মিঠা, আদথা অনাম স্বাদ,
এমন্তে সে সুধাধার। ২
তাঁহাকু জেবন জন, নির্ব্বেদে করে দর্শন, অখণ্ডিত ব্রহ্মে লীন,
জন্ম মরণরু পার। ৩
দেখিতা ছটক চালা, জ্ঞানি মরুছন্তি ভালী, চক্ষু মটকরূবেল,
বিজুলীর প্রতি পর। ৪
ক্রিয়া কর্ম্ম ন লাগই, সাধু সঙ্গে কলে পাই, দিক্ষাত নিষ্কাম ধর্ম্ম,
ভজন একাক্ষর।

জেউ ঠারে ব্রহ্ম অছি, উদে অস্ত নাহি কিছি, ভণে ভীম,
অরখিত নিগমে সে অহংকার। ৬

অভয়পুর মণ্ডল, নাহি আন্ধার উজ্জ্বল,
ব্রহ্ম নাহি তাঁকর স্থিত ঠুল। ১

নাম জহিরে ছুয়ারি, ভরসা আছি কাহারি, নিরাময় ব্রহ্ম যেই,
কি মিলিব স্থল কুল।

সুসত্য জহিরে দ্বীপ, লক্ষ্য দেবা কেউ রূপ, অকল্পনা অলঙ্কার,
আপে আপনা নির্ম্মল। ২

সেবা যার নথ কোণ, ভক্ত হেব কেউ জন, পাইছ দুর্লভ তনু,
আশ্রিত হুয় সকল। ৩

ধর্ম্ম যার বাম করে, সে কি তাঁহাকু পচারে,
উদে আছি এতে বেলে বানাকি হেব নিষ্ফল। ৪

ধর্ম্ম যার পৃষ্ঠ ভাগে, সে কি সেবা ভক্তি মার্গে, অরূপ অনাদি,
ব্রহ্ম, আন আকারে কুশল। ৫

এবে সেই ব্রহ্ম দেখ, বৈষ্ণব মূরতি রূপ, ভনে ভীম অরখিত,
সীমন্তে ধরিবা চাল। ৬

পাদপানি নাহি তাঙ্ক ধরিব কিয়ে এমন্ত ব্রহ্মে স্বরূপ ধরা নযায়ে,
নাহি তাঙ্কর পেটা অণ্টা, কিটাই কহিছি গোটা,
নর দেহ ধরি তাঙ্ক কলনা হুহে।
তাঙ্কু পরি শান্তি পণে, ত্রিভুবনে নাহি জনে,
নিন্দা তুস্তি হানি লাভ সকলি কহে।

ভক্ষণ নাহি আহার, বস্ত্র বিজন্ন বাহার,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ফলে ক্ষীরনীর ন পিয়ে।
নলাগই অঙ্গে ধূলি, বিরাজ দিস্থছি ঝুলি,
নিদ্রা ঘুমাইলে উভা আসনে শুয়ে।
ইচ্ছার আসান্তি ভ্রমি, ভকত ভাবুক প্রেমী,
শুনি চাহিবাকু কর্ণ চক্ষু ন যায়ে।
নাহি মুখ জিবা নাশা, উত্তর না দিয়ে ভাসা,
আগ পছ জানি ধীর সমীরে রহে।
উলট পালট নাহি, মহাশূন্যে শূন্য দেহী,
মুখ বাটে জিহ্ব' কণ্ঠে বক্ষানি নুহে।
সদা জয়ে পূর্ণানন্দ, পারিলে চরণে বন্দ,
নিরন্তরে আজ্ঞা তিন পুরে উদরে।
নাহি তাঙ্কর বর্ণ চিহ্ন, অশেষ রূপরূ ভিন্ন,
সকল ধর্ম বিধান করন্তি ন্যায়ে।
আসিবা জিবা হেউছি, করি সবু করাউছি,
নিষ্কাম যোগরে নিজ নামকু থুয়ে।
সে ব্রহ্মের তেজ ধ্যানে, রহিন পরন্তি পাশে,
অনুভব পাদ মাত্র করিছি নায়।
ভনে ভীম হীন ভই, পূর্ব্বদিনে ছন্তি বহিঃ,
দুঃখ সুখ জানাইবে ভেটিলে পায়ে।
অশেষ মহিমা তিনি ভুবনে খ্যাত, নর দেহ ধরি কিয়ে করিবে অন্ত,

কেউ মহিমা ভজিব,　　　　কেবল ভাবে মজিব,
　　সত্য তত্ব দৃঢ় ব্রত কেড়ে শকত।
জন্ম লভি গলে বাহি,　　　　অগ মূল পাই নাহি,
　　সরি যাউ অছি যুগ কল্পে কল্পান্ত।
মুহই উশ্বাস বন্ধ,　　　　বহি বাকু বড় সন্ধ,
　　আনিবা নেবাকু কেহি অছি সামর্থ।
তিথিরে থুইলে নেই,　　　　থয়ে হয়ে নর হই,
　　অড়ুয়া ন লাগে অল্পে বহুত।
মুহন্তি জাতি অজাতি,　　　　নাহি তাঙ্কর সঙ্গ সাথি,
　　ইষ্ট বন্ধু তাত মাত নবাস মিত।
যার নাহি রূপ কায়া,　　　　তাকু নাসীব মায়া,
　　মুহন্তি সে প্রভু যোনি জনমে জাত।
অশ্রুতি অমূর্ত্তি দ্বার,　　　　বাছ বিচারণ নকর,
　　অগমরে গমিলে লভিবু মুকত।
পেনী পসিলে রূসাই,　　　　দয়া হেবে তেবে যাই,
　　আনামিকা পদ নিশ্চে হেব প্রাপত।
বিজাতিয়া হেলে জহু,　　　　উদে হেলে মহা বাহু,
　　জাতিয়া কারিবে তাঙ্কর সবু ভকত।
ব্রহ্ম অগ্নিরে ঝানিবে,　　　　নাম জলে পক্ষানিবে,
　　নিরূপ স্থানে থুইবে করি নির্ম্মিত।
দুর্গম দীক্ষা অটই,　　　　হস্ত গড় পাও নাই,
　　গতি পতি হর্ত্তা কর্ত্তা ভকত হিত।

ভণে ভীম হীন ভই, কে বলিবে মিথ্যা এই,
নাম ব্রহ্ম পদ চারি যুগরে সত্য।
জগী ছন্তি ব্রহ্ম অগ্নি, অলেখ কুণ্ডে,
ধাপ দেউ অছি একুশ ব্রহ্মাণ্ডে।
ব্রহ্ম বেনী ভাগ কলে, অধে ব্রহ্মাণ্ড রক্ষিলে,
গুপত হই রহিছি আহুরি খণ্ডে।
এক ব্রহ্ম রূপ গটি, চাহি চক্ষু জীব ফিটি,
যাহা মু দেখিছি কিস কহিবি তুণ্ডে।
কাষ্ঠর পাউস নাহি, ধুর্ম্ম ধুয়া ন দিসই,
গুড় ঘৃত হুতাশন নাহি প্রচণ্ডে।
সাবধান হেলে যাই, হস্ত মারি দেবে কহি,
ললাট পটরে লেখা হইছি মুণ্ডে।
শব্দ ব্রহ্ম একরূপ, সকল জীবঙ্ক বাপ,
আস্তান তলরে সেবা ভকতি ছিণ্ডে।
বশী অছন্তি অনাদি, শূন্য আসন সমাধি,
আন শবদ প্রকাশ অমন দাণ্ডে।
হজি যাউ অছি দিনা, উদে করাও বাসনা,
জেবন সুকৃত অছি করম কাণ্ডে।
নিগম পথ আবুরি, অসাধ নারে স্মুমরি,
দৃঢ় বন্দে ধর জীব থাউ এ পিণ্ডে।
জেউ জন ভক্ত তার; সেই জানে ব্রহ্ম সার,
শ্রীপাদ তলরে শির কমল মুণ্ডে।

অক্ষয়ে ব্রহ্মা। মিশী, একরূপ প্রায়ে দিশী,

তাঁকু কেহি সরি নাহি তিন ব্রহ্মাণ্ডে।

পিন্ধিছি বৃক্ষ বকল, নেত্রে দেখুছ সকল,

অতির্থ প্রায়ে বুলান্তি জগাব দাণ্ডে।

ভনে ভীম যেন ভই, কেহি অন্ত পাই নাহি,

ঘোড়াই রখিছি শূন্য গুপত ভাণ্ডে।

পরচে হই পারিলে অগ আকারে, নিশ্চয় ভেট পাইব অমর পুরে,

হাই ছাই সমস্তকু, ক্ষুধা তৃষ্ণা আয়েষকু,

আশা ভরসা সবঙ্কু ফিঙ্গিলে দূরে।

অবাই মণ্ডলরে বাই, নেই পারিলে পূরাই,

ভেবেসে প্রবেশ হেব প্রভু ছামুরে।

পিণ্ডপ্রাণ তেজ্য করি, জন্ম মৃত্যুকু চরি,

কাল বিকালকু নিবারিব নিষ্ঠারে।

ব্রহ্ম অনল দিহুড়ি, জালি কিটাও কুহুড়ি,

অর্গলী কপাট কিটি জীব সধীরে।

অবন্ধা বান্ধবে পানি; বড়াও লহড়ি টানি,

অরূপানন্দকু ছামু চরণ তলে।

চিরকাল থির রহি, ব্রহ্ম অঙ্গ তেজ বহি,

উলট উজানি নদী সম্পূর্ণ ওরে।

অমাপা মাপিলে যাই, অখাদ্য পারিলে খাই,

সাধু সঙ্গ কলে পূর্ব্ব পাতকহার।

অকল্পনা ব্রহ্মে ধ্যান, নয়ে কলে রাত্র দিন,
বদলীলে পিণ্ড নুয়া নবীন ধরে।
অদেখা দেখিলে সার, অজপা জপীলে পার;
অচিনারু চিনি ভজ অনরূপার।
ছরিবাকু থিলে আশ, নির্ব্বেদ কর্ম্মরে পস,
সদজ্ঞান মুক্তি পদ গুরু মুখরে।
অলেখ পুর ভবন, নাহি তহি বড় সান,
সমানয়ে দয়া দৃষ্টি সর্ব্ব জীবরে।
ভনে ভীম সেন দাস; অথবা মণ্ডলে পস,
নিশূনী লগাই উঠ শূন্য শিখরে।
অনাদি মণ্ডলরু সর্ব্বে সঞ্চারি
রূপ অরূপ নাম ব্রহ্মকু ধরি।
মহাশূন্য পূর্ণ ব্রহ্ম ক্রৈতা পুরুষ,
রূপ রেখ বর্ণ চিহ্ন নথিলা দৃশ।
অবনা অনাক্ষরো ছুর্গম হেলা জাত,
ছুর্গমরু জন্মিল নির্গম ভেদ তত্ত্ব।
নিগমরু জন্মিলা, অনাম অভ্যাগত,
অনামরু জন্মিলা শুক শবদ খ্যাত।
শবদরু তৎকার অক্ষর হেলা জাত,
উংকারু রারাকার জন্ম আদি শকত।
রারাকার রাম নাম পদ উদিত,
উদ্দালী রহিলা ঠুন শূন্যে বিহারী।

উর্দ্ধ ধূর্দ্ধ জ্যোতি জালা কেহি নথিলে,
অরূপানন্দ ছামুকু আজ্ঞারু হেলে
ঠুন শূন্যরু জন্ম হেলা দিন আকাশ;
আকাশরু জন্মিলে পবন উনঞ্চাশ।
উনঞ্চাশরু জন্ম হেলা অগ্নি হুতাশ,
হুতাশনরু জলবিন্দু প্রকাশ হেলা।
জলরু জ্যতিরূপ বর্ণ হইলা দৃশ জ্যতিরূপরু,
জন্ম হেলা ভূত ভবিষ্য ভবিষ্যরু।
কল্পনা কামনা প্রবেশ,
তহি উত্তরি ধরতি বসুন্ধরি।
অহি পরে পৃথি রহাইলক মাড়ী,
সেঠারু বঞ্চিলা দুতি যুগল জুড়ী।
সুমন শান্তি মন ক্ষেমাদি বিচারণ,
শীল দয়াকু ঘেনি হইলে পাঞ্চ জন।
পাঞ্চ জনরু জাত হেলা প্রকৃতিগণ,
প্রকৃতিরু বিকৃতি উদ্যাপন।
বিকৃতিরু জন্মিলা সুহাস্ত প্রধান,
প্রধানরু জন্মিলে রেত মধ্যমান।
রেতরু জন্ম হেলা রজগুণঃ,
ঠুনশূন্য রস সাগরে রহিলা পুরি।
পরম মনজারে সর্ব্ব সুখ পাইলা,
গর্ভগণ্ডে ছড় দলে বিশ্রাম কলা।

পীত শোণিত শ্বেত সুকল বর্ণ দিশী,
কলা কুমকুম রঙ্গ ধবল আট মিশী ।
গৌর লোহিতে নিজ শামল পরকাশী,
জীব যুবতি কর্ম্ম কামনা ফলে রশি ।
পিণ্ডকু আসেরিছি কাল বিকাল নাশী,
সে ক্ষেবে ছাড়ি দেবে এপিণ্ড জীবে ভাসী
পরম সাক্ষীরূপে জাগ্রত দিবা নিশী ।
বার কলারে পিণ্ড রঞ্চনা করি ।
ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডকু শত সিন্ধুরে,
শাখারূপে চারি বেদ জাত হইলা ।
বাম ডাহানু জানু ঋকশ্যাম স্থানু,
দ্বিতীয় ভুজ মূল, জজু অথর্ব্ব তেলু ।
ধনুর্ব্বেদ যাহা কহি অটই এহি তনু,
মুখেতা শিশুবেদ, শূন্যে রহিলা জ্ঞানু ।
নিরঞ্জন লল্লাট চক্ররে উদে ভানু,
তহিপরে অলেখপুর নির্ণীত শুন্য,।
কোটিয়ে সাগর গুটিয়ে মনু,
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিপুর ধারি ।
তিনপুর মধ্যে গিরিধন স্থাপিলা
তেণু করি পাখুড়া... ...া ফুটিলা ।
পিতা বীজকু অস্থি পঞ্জরা ছাড়...
শির সাঙ্কুলী গ্রন্থী ... কলা ।

মাতা রজঃ রকত্ত মায়েস ঘুড়াইলা,
ন্নম চর্ম্মকু ন্নয়ঃ বতা ছাটনি কলা!
দশম দ্বারে নব দ্বারকু ফিটাইলা,
এই সংসারে সার মনুষ্য জন্ম কলা।
স্থিতি নদেই উৎপত্তি প্রণয় করি নেলা,
কহে ভীম অর্থিত জ্ঞান বিস্তারি।
দুর্লভ জন্ম পিণ্ড সকলই সিদ্ধি.
এই শরীরে জ্ঞান পারিলে সাধি।
অনুমান করি লয় কর্ম্ম জানিলা,
উলট জঙ্গম বৃক্ষ নাম কহিলা।
পাদ পঙ্কজে ছান্তি সে অষ্ট কুল নাগ,
অন সাধনা যোগ বেনী তপস্যা যোগ।
ভিতরে পুরী অছি সপত সিন্ধু সাপ,
চলিলে ডুম ডুম শব্দ করে রাগ।
অহি রাগ বাসুকি অমৃত অধ অঙ্গ,
শরুতা বকতারে ভেবে উঠুছি অঙ্গ।
বেণী পরর গর্ব্ভে পুরি অছি অঙ্গ,
নেই আসুছি তহি সহি সম্পাদি।
দুই পাখা এক ঠারে করাই মেলা,
বেণী জানু সন্ধি ইন্দ্রি পদমণ্ডিলা।
সেঠারে কামকামি ফুটি অছন্তি কড়ি,
প্রকৃতি পবনরে দেহ অকাল ধাড়ি।

চমক পদ্ম অছি যে মনে ঘড় ঘড়ী,
উৎপাত্ত কথি দেহে অষ্টাঙ্গ শিরে জোড়ী।
রেক্ত জল বুড়্ বুড় মারু অছি লহড়ি,
তপ্ত অনল জ্বালা জলু অছি দিহুড়ি।
ফণ মণেঙ্ক ধাপ নাগ স্বরূপ জড়ি,
জুধী বারাঙ্গ বিন্ধুছি এমন ভেদি।
নাভি কমলরে ব্রহ্মা বেদান্ত পতি,
হৃদয়রে জগন্নাথ বসি অছন্তি।
সপত সিন্ধু বাটী যেনী চৌদপুর,
নবদ্বীপে স্থপিলে দীর্ঘে প্রতি আসর।
ছপন্না কোটী জীব দেবী দেবান্ত সুর,
চারি রিখ ভিতরে ভিয়াই সপ্তবার।
বার মাস গুটিকু চাব্বিশ নক্ষত্রর,
রাত্র দিবসকু হইলা এ শরীর।
পিণ্ড প্রাণ কুথুই সঞ্চিলে ক্ষীর নীর,
চারি রিখ ভিতরে করাই বন্দী।
কণ্ঠ তটে সদা শিব অছন্তি বসি,
অষ্টাঙ্গ যোগ সমাধি নামকু ধ্যাই।
রুদ্র অনল জালা জলু অছি হুতাশ,
সেঠারু উপুজুছি অনর্থকু পুরুষ।
বকতা বড়ী ছাড়ি অছি শবদ ঘোষ,
কণ্ঠ শুকি জীবাকু করি অছি পিয়াশ।

তুরাণী পানি কিছি পড়িলে হয়ে তুব,

তেবে সে ব্রহ্ম জ্ঞানি ভাবরে হয়ন্তি বশ্য।

তহি উপরে অছি ত্রিকুট সন্ধি।

ঠুনশূন্য নিরাকার প্রভু অছন্তি;

তহি একুইশ পুর তনকু পৃথি।

রাম তাহান স্কন্ধ শ্রীরাম জগন্নাথ,

মুখে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র পছ ভাগে অনন্ত।

কুড় কুড় পড়িছি সাহাস্র গ্রন্থ গীত,

সেঠারে উৎপন্ন হেউছি কবিকৃত।

ক্রম ক্রমারে মাল মাল মেদিনী জাত,

সেঠ রে ব্রহ্মজ্ঞানী ন পাবন্তি বেদান্ত।

মদা পড়িছি কুক্কি ফুটি অ২ কুলেক,

বহি আসুছি ধীরে এ চারি নদী।

অমন মন্দিরকু কর গমন,

মন্থারে পড়ি কয়া মুহ স্বজন।

অলেখ মন্দিরকু ফিটিছি বাট,

জীব পরমরে অন্তে যাহিরে ভেট।

ভব সিন্ধুরে ভাসি জীবাকু হেউ অছি,

নাব আনি কৈবর্ত্ত তীররে থটাউছি।

পারি হুয় নাবরে নিজ মহিমা বাছি,

তহিরে মূল কৌড়ি ন লাগু অছি কিছি।

দুয়ারি যোগী অছি, গনিম পারে যাছি।

সাত কপাট প'ড় মুদ্রা পড়িছি ফুটি,
হস্তরে ন ফিটিছি অনুভবে ফিটিছি।
জ্ঞানী জনঙ্কু ব্রহ্ম ঝক ঝক দিশুছি,
ছড় ভেদ করে বাঁধিছি আসন।
একাক্ষরকু হৃদে নিরত জপ ফুকাবন্ধ পার নৃত্য নয়ন দেখ,
বাঁশরিনাদ শুনি ষোল গোপী অজ্ঞান।
বেণী হস্তে তাড়ন অর্গহুলী বন্দন শিরে খঞ্জণ্ডি গাঁকা বিবিধ পুষ্পমান,
যেনী বুলন্তি সাঙ্গ মনমথ রঞ্জন।
নীলামৃত গর্জ্জন শুভুছি ঘনে ঘন এরূপে মুনিগণে ধ্যায়ন্তি অনুক্ষণ,
জারথিব পূর্ব্ব সুকৃতি কমাগ্য।
বজান্তি তাল মৃদঙ্গ বিনা সুস্বরে গহ গহ নিত্য স্থল রাস মধ্যরে,
ঢোল দমা টমক চাঙ্গুনি শান ভেরী।
শঙ্খ সিঙ্গান ফেরি মহুরি বীর তুরি শিরে শ্বেত চাতুরী,
মুখে নাম গাইরী অঙ্গে ঘণ্টা ঝাঙ্গুরী।
কাঁপুছি সুন্দরী সকল মুখে শুভুছি হরি হরি,
গাঙ্গু নাদ গর্জ্জন শোভিছে সেই পুরী।
দেখ দ্বাদশ বন্দে তহিঁ কীর্ত্তন—
অন্তর্যামী করতা সে আপে নির্ম্মাণ
ভকত জনাঙ্ক ধন মন জীবন।
যাহার ক্রম মূলে মাল মাল মেদিনী,
বর্ণিনা হন্তি যাক সারসা সিদ্ধ মুনি।

যা গর্ভে পুরিছন্তি সপ্তদ্বীপা ধরণী,
গঙ্গা যমুনা নদী বহু অছিঁ ত্রিবেনী।
নিত্য কর্ম্মকু তেজি প্রকৃতিরে ভ্রমণী,
পারু জেবে বাদ অনাম নাম ধুনি।
আশ্রে করুছন্তি সুর সিদ্ধান্ত মুনি
জ্ঞানী মানে ন চিহ্ন মুর্খকু কা'ভপুনি।
প্রচে হেলে হেব পণ্ডিত সুজন,
তহির মহিমা কেত্তে কহিবি কিশ।
জহি ছড় বেদ হইয়ছি পাবচ,
ঋক বেদরু বিন্দু মহি সপন্ত সিন্ধু।
নাম যেণ চরিত্র শূন্যে মারুত কান্দু,
অথর্ব্ব বেদ দীক্ষা দশ দিশকু ছন্দু।
জজুর বেদ সমাযুক্ত কুহেলা অধু,
শিশু বেদ অস্তান অনাম দীনবন্ধু।
ভকত জন বশ্য করুণা কৃপাসিন্ধু,
অভয় পয়রু করুছি সুধা মধু।
শ্বেত সুফল রূপ বন উদ্যান,
কুজ্ঞানীং বিশ ভক্ত যমকু যম।
সুজ্ঞানী কুঅনুভব চিত্তে আদৃশ,
ভনে ভীম অরথিত সে ধনে সাবস্বতঃ
গুরু যে অবধূত জানন্তি তদগত,
কারণ গতি মুক্তি সে প্রভুঙ্কু মর্য্যাত।

অতি নিগম পথ শ্যামবন্ধু সামর্থ,
দিশীব যেবে মোর পূর্ব্ব জন্ম সুকৃত।
অনুসরি বহিব সাধুজন পশ্চাত্ত,
তপস্যা করিথিলে হেব ভৃত্যঙ্ক ভৃত্য।
তহি জ্ঞান পাইবি তেবে হেবি মুকত,
ভাগ্যে থিলে জিবি অলেখ ভুবন।
গুরু কটাক্ষ কলে জহু হৃদয়ে
পাই পরচে ভজিলে নিরন্তরে।
ফিটাই করিলি যন্ত্র জ্ঞান মন্ত্ররে,
প্রত্যক্ষ দেখিলি রূপ গোপ মধ্যরে
খেলুছি শিশু মেলে দধি সমুদ্র কূলে,
বেণু বংশী বাজিছি কদম্ব বৃক্ষ মূলে।
সুরতি নিলারস সুপ্তি রাধিকা তুলে
নৃত্য নাট হেউছি অদ্য বৃন্দাবনরে,
ষোল সহস্র গোপী পড়ি অছন্তি ভোলে,
প্রেমভাব পিউশ নাগী রহিছি ডোলে
অব্যক্ত অণাকার বিজয় সে ঠাবরে,
পঞ্চ প্রকারে বাদ বিনা ছন্দরে।
শোভা মণ্ডাইছি সুরপতি নায়িকা
চন্দ্রকান্তি প্রসন্ন তেজ দিশে ধাড়িকা,
রম্ভা নারী সুন্দরী মেনকা অপসরি
অমলা বিমলারি কিন্নরি বিদ্যাধরি।

সভা আস্তানার নৃত্য মণ্ডল করি,
দেব সভা বিহরী শচী বল্লভকারী।
রত্ন পালঙ্ক মণ্ডপ উপরে—

নব মুনিগণে করি মণ্ডল সভা
সেঠারে বিজয়ে শূন্য স্বরূ দেবা,
সেঠারে নবরূসী সত্যসার প্রকাশী।
জাকু জেমন্তো দিশে লিড়ি পুরাণ ঘসী
অব্যক্ত কর্ম্মে পশী যোগধ্যানার বসী,
গুরু নামকু ঘসী নামে অছন্তি বসি।
শাস্ত্র শ্লোক গ্রন্থ নব প্রকারে—

ব্রহ্মা বেদ পতি অষ্ট নয়ন তার
চতুর্ম্মুখে চারি বেদ করি প্রচার,
করিছি আত জাত যা যেতে কর্ম্ম পথ
পাপী নর্করে পড়ি ধর্ম্মাদি স্বর্গ পথ
তিনপুর জাতে করুণা করি নিত্য,
যা যেতে কল শ্রুতি লল্লাটরে লিখিত।
তাঙ্কু রঙ্কনা ধ্যান দিবা নিশীরে—
বিশ জালারে আচত যোশূন্য ধর
পড়ি অছন্তি শ্মশান ভূমি মধ্যর।
অনাদি অব্যক্তর ভূত প্রেত ঈশ্বর,
ঙ্গাষ্টঅ যোগ ধার দেলে সে নিরাকার।

পাই জ্ঞান ভাণ্ডার পার্ব্বতী প্রাণেশ্বর,

যে যাহা বাঞ্ছা করি বাছি দেউ অছি বর।

জাগি জুগান্তে হই যোগ ধ্যানরে—

কুঞ্জবনে নৃত্য নটবরনা,

দেখ ছাই ছড় বেদ পরে ভাবনা।

ভনই ভীম ভই পরম অর্থরে কহি,

কদম্ব বৃক্ষ জেহি উলটি অছি রহি।

গুরু চরণ ধ্যাই বারংবার ভজই,

তেত্রিশ কোটি দেবতা স্বরণ ড়েরি ছই।

শুভে নিল বিনোদরে শূন্য মন্দিরে—

সুজন সুজন বুঝিবে গুরু নারায়ণ,

ছামুরে করিছি জনান ধৈর্য্য ধরি থাও মন।

যে যহিঁরে রতি অছ সাধু সুজ্জন,

ধন্য ডাক দেউ অছি সাবধানে শুন হে।

সত্য ধর্ম্মকু ন ছাড় নুহ ছন ছন,

দিবা নিশী গুরুপাদে লগাও ভজন হে।

নাম ব্রহ্ম চিত্তে লয় কর অনুক্ষণ,

বুঝি বিচারি চিতরে হুয় সম্ভাষণ হে।

মহিমা ধর্ম্ম পরীক্ষা হেব পরমাণ,

যাহার হইবে গুরু দেবে দরশন।

শ্রীগুরু আজ্ঞারে মুহি করিছি বক্ষ্যান,

কদাচিতে মিথ্যা এ মোর বচন।

গুরু দেব বিনু আনেন জানে স্মরণ,
ভনে ভীম অরখিত পামর অজ্ঞান।
ঘোটিছি কলি যুগর শেষরে,
বুঝাউ অছি নিরন্তরে।
পর দ্বারা চুরি মিথ্যা ন ধর মনরে,
হিংসা অহঙ্কার ছন্দ নিবার তুররে।
কুট কপট খচকু নরক পাশরে,
কাম ক্রোধকু নিবারি থাউ মনরে।
শান্তশীল দয়া ক্ষমা বহ হৃদয়রে,
গুরু ধর্ম্ম আশ্রে করি নিষ্কাম পথরে।
বুদ্ধ অবতার গুরু বুলি এ সংসারে,
সত্যধর্ম্ম দেই জাই ছন্তি ঘরে ঘরে।
যার পুর্ব্ব ভাগ্য থিব নর দেহরে,
কোটী জন্ম পাপ জীব চাহিবা মাত্ররে।
শয়ন করি অছন্তি অবশ মন্দিরে,
ভনে ভীম অরখিত শ্রীগুরু পয়রে।
কল্কী হইবে রাঘব হে দেখিব দেখিবে নিশ্চে করিবে সত্যযুগ
এ কলি যুগ খয়ে জীব।
বেনী পরর সঙ্গত পাতাল পুরিব,
মত্তরে উদর শির আকাশে লাগিবে।
কটী জম দাড় ভিড়ি চাল পৃষ্ঠ ভাগ,
স্বতন্ত্র হস্তরে খণ্ডা কর পৃষ্ঠে থিব।

কালান্তক রূপ অদ্ভুতে প্রকাশিব,
  ভৈরবি বিকটাল মূরতি দিশিব।
নব খণ্ড মেদিনীরে উল্কাপাত হেব,
  রকত দেখিব জেবে মনকু আসিব।
এবে আসি ঘোটিলানি অনকূল শুভ,
  চারি টাকি খাউ ছপনা কোটি জীব।
তিন ব্রহ্মাণ্ডরে মহা ভয় উপুজিব,
  ভনে ভীম অরখিত থয়েন রহিব।
খটিবে দশ দিক পাল সঙ্গতে দেবা দেবি বল,
  অনেক থিবে ক্ষত্রি কূল।
রথি মহারথী তঁহি থিবে মহামল্ল,
  উঞ্চে সিংহ রডি দেবে স্তম্ভিব।
রঙ্গ বর্ণ দিশি থিবে এ মহি মণ্ডল;
  রকতের নদী বহি জিবে খল খল।
সন্থকু পালিবে সংহারিবে দুষ্ট কূল,
  জয় শঙ্খ দেবে বীর ক্ষত্রি অচার্গল।
সত্য প্রকাশী থিবে মন হইবে নির্ম্মল,
  সর্ব্ব মুখে ত্রাহি ত্রাহি শুভিব চহল।
স্ব অস্ত্র তেজরে ফিটি জীব মোহ জাল,
  শূন্যরে পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দিশিব উজ্বল।
আদ্য রূপ প্রকাশিবে সে অনাদি মূল,
  ভনে ভীম অরখিত দেবে ভক্ত ফল।

সুজনে ভজ স্বামী চরণ,
অন্য আশ্রে কলে নাহি কারণ।
প্রভু নাম গোটী সংসার বিখ্যাত,
ভজ আহো সুজ্ঞ জন।
স্বদেহ ধরিন মর্ত্ত আসিছন্তি,
চিনিলে সে পরম ব্রহ্ম।
আপে নির্ম্মাণ ভজরে মন,
ভজিলে পাইবু বৈকুণ্ঠ ভুবন।
পিতল পাষাণ পুজিছুরে মন,
সে কি দেবে তোতে জ্ঞান।
আপ ভোগ নেই,
তার মুখে দেই।
নখাই পাষান খাও আপন বিচার মন,
নুহে এ জ্ঞান, তাহাকু পুজিবা কেউ কারণ।
চিত্রকার রূপে রহিছন্তি গোপ্য,
গড়ুছন্তি কায়া মান পানিঠুপা।
কারুকায়া গড়ুছন্তি,
কেতে রক্ত বেতি চিহ্ন বিহীন।
করি তুলন কায়া গড়িল,
তহি ছাড়ি দেলে জীব পরম।
গুরুপদ ধ্যান করে যেউ জন;
কহিবা তাহাঙ্কু গুণ।

মনে করি তত্ব খাইলে তা পুত্র,
প্রভুঙ্ক বচনে দেলে ভোজন ।
কর্ণ রাজন নির্ম্মল মন,
প্রভু জীব দেলে বৃশ কেশন ।
সে গুরু তেজিন অন্য গুরু ভজি,
লভিব কেউ কারণ ।
মায়ারে পড়িতু ধউন্দা হেউ অছি,
অবশ্য ভুঞ্জিব অর্জ্জিলা কর্ম্ম ।
নেবটি ভম জানি পা মন,
অবহেলা কলে গুরু বাম ।
গুরু নাম শুনি বান্দি রাখ পানি,
পুরি বহু নিজ স্থান ।
কহই নারাণ অরখিত জীবন,
নিত্যে দেখু থাই প্রভু চরণ ।
পাপী লোচন হিওল মোচন,
ভকত জনকু প্রভু না পান ।

পরিশিষ্ট।

কলিযুগে চতুরাশ্রম প্রচলিত নাই কেবল মাত্র দুইটি আশ্রম কলিযুগের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার প্রমাণ মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত —

কৃতাদৌ কলিকালেতু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিত।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সামান্য এবচ ॥

কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সাধারণ এই পাঁচ প্রকার বর্ণ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এতেষাং সর্ব্ব বর্ণানাং মাশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরী।
তেষামাচার ধর্ম্মাংশ্চ শৃনু বাদ্যে বদামিতে ॥

হে মহেশ্বরী এই সমুদায় বর্ণাশ্রম দিগের দুই প্রকার আশ্রম আছে সেই সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম আচারাদির বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বৌব কথিতং তাবৎ কলি সম্ভব চেষ্টিতম।
তপস্বাধ্যায় হীনানাং নৃণাম প্লায়ুষামপী ॥

হে দেবী? কলির জীবগণের অবস্থায় বিষয় আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি তাহারা তপস্যা বেদ জ্ঞান বিহীন বিশেষ তাহারা

দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কর্ম্মদায়ক কার্য্যে অক্ষম অল্পায়ু হইবে সুতরাং তাহাদের দৈহিক শ্রমের সম্ভাবনা কোথায়।

ব্রহ্ম চর্য্যাশ্রমো নাস্তি বাণা প্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষু কোশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলিযুগে ॥

কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য বাণপ্রস্থ ধর্ম্মের ব্যবহার প্রচলিত নাই এই যুগে কেবল মাত্র গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের ব্যবহার অবধারিত হইয়াছে।

ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রম দেবী বেদোক্ত দণ্ড ধারণাম্।
কোলৌ নাস্তব তত্বেজ্ঞে যৎস্তৎ স্রৌত সংস্কৃতি ॥

হে ভদ্রে কলিযুগে ভৈক্ষুকাশ্রমে বেদোক্ত দণ্ড ধারণের ব্যবস্থা নাই কারণ উহা বৈদিক সংস্কার।

বিপ্রাণাদিত রেষাঙ্ক বর্ণানাং প্রবলে কোলৌ।
উভয়াশ্রমে দেবেসা সর্ব্বেসামধি কচরিতা ॥

হে দেবেশী কলি প্রবল হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এই উভয় আশ্রমে অধিকারী হইয়া থাকে।

পূজা বলি নিষেধ

পদ্ম পুরাণে পাদ্মোত্তর খণ্ডে ১০৪।১০৫ অধ্যায়ে ভগবতী মহাদেবকে বলিতেছেন।

মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীব ঘাতনাং।
আকল্প কোটী নিরায়ে তেষাং বাসো ন সংশয়॥

হে মঙ্গলময় যে সকল মানব তম বসে আমার উদ্দেশ্যে জীব ঘাত করিয়া থাকে তাহারা আকল্প কোটী নরকে বাস করে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

মমোদ্দেশে পশুন হত্যা সরক্তং পাত্রমুৎ সৃজেৎ।
যো মূঢ়ঃ শতু পূজোদে বসেদ যদি ন সংশয়॥

যে মূর্খ আমার উদ্দেশে পশু হনন্ করিয়া সরক্ত পাত্র উৎসর্গ করে সে পুঁযময় নিকৃষ্ট নরকে তাহাকে বাস করিতে হয়, তাহার সংশয় নাই।

উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গ কর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ॥

পশুর বধ কার্য্যে উপদেশ দাতা, হননকারী, গৃহকর্ত্তা, ধারণকারী, বিক্রেতা, উৎসর্গ কর্ত্তা ইহাদের সকলেরই নরক বাস হইয়া থাকে।

যূপে বদ্ধা পশুন হত্বা যঃ কুর্য্যাদ্রক্ত কর্দ্দমং।
তেনচেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গ নরকং কেন গম্যতে ॥

যূপ কাষ্ঠে বদ্ধ পশুকে হনন করিয়া যে ব্যক্তি রক্তে কর্দ্দমাকার করে সে যদি স্বর্গ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে নরকে কে যাইবে।

মধ্যস্থস্য বধায়াপি প্রাণীনাং ক্রয় বিক্রয়ে।
তথা দ্রষ্টুশ্চ সুনায়াং কুম্ভীপাকো ভবেৎ ধ্রুবম ॥

প্রাণীগণের বধের নিমিত্তে ক্রয় বিক্রয়ের যে মধ্যস্থ ও বধ্যভূমে যে দর্শক অর্থাৎ বলিদান ক্রিয়া যে চক্ষে দর্শন করে তাহাদের নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরক হয়।

দেব যজ্ঞে পিতৃ শ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্য কর্ম্মনি।
তস্যৈব নরকে বাস যঃ কুর্য্যাৎ জীব ঘাতনং ॥

দেব যজ্ঞে পিতৃ শ্রাদ্ধে কিম্বা নানা প্রকার মাঙ্গল্যে কর্ম্মে যে কোন লোকেই জীব হত্যা করে তাহারই নরকে বাস হয়।

মদ ব্যাজেন পশুন হত্বা যোভক্ষেৎসহ বন্ধুভি।
তদগাত্র লোম সংখ্যাব্দৈরসী পত্রবনে বসেৎ ॥

আমার নামে বা আমার ব্যপদেশে যে ব্যক্তি পশু হনন করিয়া বন্ধুগণের সহিত ভোজন করে তাহার গাত্র লোম সংখ্যা যত তত বৎসর সে ব্যক্তিকে অসি পত্রবনে বাস করিতে হয়।

যজ্ঞ মারভ্য চেৎ শক্রং কুর্য্যাদ্বৈ পশু ঘাতনং।
শতদাধোগতিং সচ্ছেদি তরেষাঙ্ক কা কথা ॥

সুরপতি ইন্দ্র ও যদি যজ্ঞ উদ্যোগ করিয়া পশু হনন করেন তাহা হইলে তাঁহারাও অধোগতি হন, অপরের কথা আর কি বলিব।

যোগ বাশিষ্ট রামায়ণের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ন দেব পুণ্ডরীকাক্ষং নচ দেব ত্রিলোচনং,
ন দেবা কমলোদ্ভুতং ন দেব ত্রিদশেশ্বরং।
ন দেব পবনা অর্কোঃ নানন্ত চলি শাকরং ॥
ন দেব কমলারূপি নাতি দেব ভাবার্ণতো।
অকৃতিমং মন্দদণ্ডং দেব ন দেব উচ্যাত ॥

অবধুত ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাস ও গৃহীর পক্ষে ছয় ঘরে আহারাদি নিষেধ আছে, তাহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

রাজা, ব্রাহ্মণ, ভাণ্ডারি,
মালী, ধোপা বেশ্যারি,।

রাজান্নং হরতে তেজ শূদ্রান্নং ব্রহ্ম বর্চ্চসম।

মনু ২১৮ শ্লোক চতুর্থ অধ্যায়।

অর্থাৎ রাজার অন্ন তেজ এবং শূদ্রান্ন ব্রহ্মান্ন নষ্ট করে। সুতরাং রাজা ও শূদ্রের অন্ন অভোজ্য।

অধিত্য চতুরবেদান সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ বিৎ।
নরেন্দ্র ভবোনে ভুক্তাং বিষ্টারাং জায়তে কৃমিঃ।

মনু ৩০০

চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ মর্ম্মজ্ঞ (ব্রাহ্মণ) রাজার ভবনে ভোজন করিলে, বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বণং নির্ণেজকশ্যচ।
গনান্ন গনিকান্নঞ্চ লোকেভ্য পরিকৃণ্ডরি॥

মনু ২১৯

শিল্পকার বা মালাকার অন্ন, সন্তান নষ্ট হয় ও ধোপার অন্ন ভোজনে বল হানি করে, জন সমূহের মিলিত (হোটেলাদির) অন্ন এবং বেশ্যার অন্ন ভোজন করিলে কর্ম্মাস্তবিত স্বর্গাদি লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। নাপিতের অন্ন ধোপার ন্যায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। গুরুর আজ্ঞা কেহ কেহ মনে ভাবেন যে নবশাকগণ শূদ্র তাহা নহে নবশাকগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এহার প্রমাণ বহুতর রহিয়াছে তাহা বিস্তারিত করিবার আবশ্যক নাই।

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাব জম।
কৃষি ও বাণিজ্যং এবং গোরক্ষা বৈশ্য বৃত্তি॥
ক্ষত্রিয়রাপি বৈশ্যেকে ক্রিয়ারক্তৌ শূচী ব্রতৌ।
তদগৃহেষু দ্বিজৈ ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যস॥

পরাশর সংহিতা।

শূচি বস্তু ক্ষেত্রি ও বৈশ্যের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন।

শূদ্র কাহাকে বলে দেখুন।

সর্ব্ব ভক্ষরতি নিত্যং সর্ব্ব কর্ম্ম করোহ শুচি।
ভক্ত্য বেদ স্তুসাচার সবৈ শূদ্রহতি স্মৃতঃ ॥

যিনি অপবিত্র অশূচি খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, সর্ব্ব ভক্ষক বৃত্তির স্থিরতা নাই। বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আচার ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহাকে শূদ্র বলা যায়।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্র স্যাপী স্বভাজম। গীতা।

শূদ্র তমগুণ প্রমাণ, অলস, নিরুৎসাহ এবং জ্ঞানহীন সুতরাং দাসত্বই যাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ঘরে সন্ন্যাসীগণের আহার নিষিদ্ধ তাহার কারণ এই—

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে এক জাতির শূদ্রের অতিরিক্ত জাতি শূদ্র যাজী ব্রাহ্মণগণ, গ্রাম্যযাজীগণ, মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন যথা। ব্রঃ বৈঃ পুরাণ ২০২

শূদ্রাতিরিক্ত যাজী যে গ্রাম যাজী য কীর্ত্তিতঃ।

মনু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বহু জাতির যাজককে শূদ্র জাতির যাজককে অপাংক্তেয় অর্থাৎ পতিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যথা—

হিংস্রো বৃষল বৃত্তিশ্চ গনণাশ্চৈব যাজকা। ১৬৪

যে হিংসাবৃত্তি করে শূদ্র সেবাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে ও নানা জাতি দিগের যাজক যথা—

তৃতীয় বহু যাজ্যঃ স্যাৎ চতুর্থ গ্রাম যাজকা।
গ্রামস্থ নানা বর্ণানাং পুরোহিতঃ সতু চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

সাতাতপ শব্দকল্পদ্রুম।

অসি জীবি মসি জীবি দেবল গ্রাম যাজকা।
পাচক ধাবক শ্চৈব ষড়েতে শূদ্রবৎ দ্বিজ ॥

গ্রাম যাজী দেব পূজাদি, দূত, চাকর, আদি চাকরি করা রাধুনি আদি ব্রাহ্মণ পতিত।

অবধুত সন্ন্যাস এক গ্রামে এক রাত্রির বেশী বাস করিবার নিয়ম যাহা গুরুর আদেশ তাহার প্রমাণ—

মনু ৩ অধ্যায় ১০২ শ্লোক।

এক রাত্রস্তু নিবসন্নতিথি র্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাতিথি রুচ্যতে ॥

এক রাত্রি মাত্র পর গৃহে বাস করেন বলিয়া ব্রাহ্মণকে অতিথি বলে (অনিত্যস্থিতি) এই বুৎপত্তিতে অতিথি নাম কথিত হইয়া থাকে।

গৃহী ব্যক্তির আতিথ্য লোভে গ্রামান্তরে পরগৃহে ভোজনাদি করিবার নিয়ম নাই।

উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকম বুদ্ধয়।
তে লাভ প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদি দায়িনাম্ ॥

১০৪ ঐ মনু।

পরান্ন ভোজনের দোষ না জানিয়া যে গৃহস্থ আতিথ্য লোভে গ্রামান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই পাপে জন্মান্তরে সে অন্ন দাতার পশু হইয়া থাকে।

সমাপ্ত

